এতেক বলিয়া মুনি করিল গমন
পৃথিবীতে শক্রঘ্ন লভিল জনম।
ব্রহ্মা বলেন তোমরা না কর চিন্তা মনে
এখনি উহারে মারিবে হনুমানে।
যাহার লাগিয়া ভগ্নচণ্ডা আছেন মহীতলে
লঙ্কা ছাড়িয়া যাহানাগি আছেন পাতালে।
ব্রহ্মার বচনে হরিষ হইল দেবগন
অন্তরীক্ষে দেবতা দেখেন গীত নাচন।
এতেক বলিল যদি ব্রহ্মা পূর্ব্বকথা
কৌতুকে চলিল ব্রহ্মা রাম লক্ষ্মন যথা।
ব্রহ্মা আগু করিয়া যতেক দেবগন।
ত্বরিতে মিলিল গিয়া পাতালভুবন।
মাহামায়া পুজে রাজা পরম হরিষে
রাম লক্ষ্মন বেড়িয়া থাকিল পরম সন্তোষে।
বীজ মন্ত্র পড়িয়া দেবির করিল ধ্যান
ততক্ষনে ভগ্নচণ্ডা হইল মুর্ত্তিমান।
দুই লক্ষ ছাগল মহিষ কাটিয়া দিল বলি
বলিদানে তুষ্ট হইল দেবী ভদ্রকালী।

জয়২ মঙ্গল করে রাজার যত রাণী
জয়২ দিয়া নাচে চৌষট্টি যোগিনী।
ঘন্য ভগ্নমূর্ত্তি হইল দেবী ভগ্নচণ্ডা
সহস্রেক চেলা নাচে হাতে করিয়া খাণ্ডা।
পাদ্য অর্ঘ্য ধূপ দীপ নৈবেদ্য প্রধান
নানা উপহার দ্রব্য বিবিধ বিধান।
অর্চ্চনা করিল রাজা খাণ্ডা খরসান
দুই ভাইরে প্রণাম করিতে করিল সম্বিধান।
মহষি বলে রাম লক্ষ্মন শুন দুই ভাই
মনোরথ বর মাগিয়া লহ দেবির ঠাঁই।
রাজশ্রী মহাসম্পদ হয় দেবির বরে
কার্য্য সিদ্ধি হয় যে জন মনে করে।
ত্রিভুবন জিনিয়া হইবে দণ্ডধরে
মনোনিত বর পাবে ভগ্নচণ্ডার বরে।
মহির বাক্য শুনিয়া রাম যোড় করিল হাত
মহির আগে কথা কহেন রঘুবংশের নাথ।
তুমি মহারাজা তোমার বড় বংশে জন্ম
তোমার মুখে শুনিলাম যত ধর্ম্ম কর্ম্ম।

তোমা হইতে কার্য্য সিদ্ধি হইবে সকল
তোমার প্রসাদে আমি পাব দেবির বর ।
পৃথিবীর রাজা আমি জগতের প্রধান
কখন কাহারে নাই করিত প্রনাম ।
রাম বলেন কভু নাই পুজি দেবী
আপনি দেখাও দেখি কোন রূপে সেবি ।
বিধির নির্ব্বন্ধ কেহ খণ্ডাইতে নারে
রামের আজ্ঞায় রাজা তখন দেবী নমস্করে ।
হাসিয়া উঠিল মহী রত্নসিংহাসনে
কনক অঞ্জুলি লইয়া দাণ্ডাইল বিদ্যমানে ।
মহী বলে কার্য্য সিদ্ধি কর ভদ্রকালী
ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রনাম করে দিয়া পুটাঞ্জুলি ।
হাসিয়াত উগ্রচণ্ডা হইল মূর্ত্তিমান
রাম লক্ষ্মন দেখিয়া দেবী হইল অন্তর্দ্ধান ।
দণ্ডবৎ প্রনাম হইল রাজা দেবির সম্মুখে
অন্তরে থাকিয়া বীর হনুমান দেখে ।
পুষ্পরাশি হইতে বাহির হইল হনুমান
প্রনাম করিয়া বলে দেবী লহ বলিদান ।

চক্ষের নিমেষে খাণ্ডা লইল হনুমান
মহীরাবণ কাটিয়া করিল দুইখান।
খাণ্ডা হাতে করিয়া নাচে পবননন্দন
হনুমান বলে রুধির করহ ভক্ষন।
প্রতিমা থাকিয়া দেবী মহামায়া হাসে
যতেক রাক্ষস রাজার পলায় তরাসে।
মহীর চুল ধরিয়া হাতে ঘুরাইয়া ধরে
চুলে ধরি মুণ্ড তোলে যোগিনী রক্তে ওদর ভরে।
মুর্ত্তিমতী দেবী দেখা দিলেন আপনি
জয়২ দিয়া নাচে চৌষট্টি যোগিনী।
মহাশব্দ করিল বীর পবননন্দন
ভুমিকম্প ত্রাসিত কম্পিত ত্রিভুবন।
পৃথিবী টলমল করে সাগর উথলে
সহস্র ফণাতে অনন্ত কাঁপেত পাতালে।
স্বর্গে দুন্দুভি বাদ্য বাজায় দেবগণ
হনুমানের উপরে করে পুষ্প বরিষণ।
অন্তরীক্ষে থাকিয়া বাখানে দেবগণ
ধন্যধন্য হনুমান পবননন্দন।

তিন লোকে দিল সভে জয়২কার
তোমার কারনে লোকের হইল নিস্তার।
শ্রীরাম লক্ষ্মনের মুক্ত করিল বন্ধন
হনুর বিক্রম দেখি হাসেন দুই জন।
আমার আশীর্ব্বাদে তুমি জিনিবা সং-সার
প্রসাদ দিতে প্রসাদ নাহি ধারি তব ধার।
এক প্রসাদ দিতে পারি লহ আলিঙ্গন
হনুমানে কোল দিল শ্রীরাম লক্ষ্মন।
মনের হরিষে তখন হনুমান হাসে
লঙ্কাকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কীর্ত্তিবাসে।

মুনির শাপে মুক্ত হইল মহীত রাবন
নিজ মূর্ত্তি ধরি যান স্বর্গ যে ভুবন।
পড়িল যে মহীরাবন ত্রিভুবনের বৈরি
আজি কালি জয় হবে কনকলঙ্কাপুরী।
হনুমানের শব্দে কাঁপয়ে ত্রিভুবন
ত্রাসে পলাইয়া যায় সকল পরীজন।

মহাশত্রু হইল বৃক্ষের খশে পাত
গর্ব্ভবতী রাজার রানীর গর্ব্ভ হইল পাত ।
গর্ব্ভপাত হইল ছাওয়াল পড়ে ভুমিতলে
তখনি ওঠিল ছাওয়াল বান্ধিয়া কাঁকালে ।
মালসাট মারে বীর চতুর্দ্দিগে নেহালে
রানীগন ওঠে সভে জয়জয় বোলে ।
হের দেখ তোমার বাপ মারিল হনুমান
ওগুচণ্ডার ঘরে বাপু দেখ বিদ্যমান ।
চতুর্দ্দিগে বেড়িল তারে যত পাত্রগন
সভে মেলিয়া নাম থুইল অহিকরাবন ।
মহাশত্রু করিলেক অহিক রাবন
দেখিয়া চিন্তিত হইল যত দেবগন ।
বিক্রম করিয়া বীর হনুমানে ডাকে
তোমা আমায় যুদ্ধ করি দেখুক লোকে ।
ক্রোধে হনুমান বীর ধরিল ছাওয়ালে
হনুমানেরে অহিকরাবন বিন্ধিল অঙ্গুলে ।
কোপে চাপে হনুমান রাক্ষস পিছলি পড়ে
লাফ দিয়া ওঠিয়া বীর সিংহনাদ ছাড়ে ।

কোপে হনুমানে ধরি ফেলিল ভুমিতল
হনুমানের পিঠে মারে বজ্র চাপড়।
চাপড় খাইয়া কোপে জ্বলে হনুমান বানর
বালক বলে হনুমান হইলি ফাঁফর।
ক্রোধ করিয়া বালকে হনুমান চাপিয়া ধরে
পিছলিয়া পড়ে বালক ভুমির উপরে।
আপনা সম্বরিয়া বীর উঠিল সানন্দে
লাফ দিয়া উঠিল গিয়া হনুমানের কান্ধে।
কান্ধে চড়িয়া হনুমানেরে মারিলেক চাপড়
ভুমিতে পড়িয়া বীর করে ধড়ফড়।
কোপে ওঠে হনুমান বালক চাপে কোলে
পিছলিয়া আরবার পড়িল ভুমিতলে।
হাত বাড়াইয়া হনুমানে ধরিল বালক
গলা চাপে রক্ত পড়ে ঝলকেঝলক।
ফাঁফর হইল হনুমান চিন্তিত দেবগন
ডাক দিয়া বলেন গোসাঞি কমললোচন।

আপনা পাসর কেন পবননন্দন
আপনার বাপ স্মর দেবতা পবন।
পবন আইলে তবে না জীবেক বালক
কৌতুক দেখিয়া যেন হাসে সর্ব্ব লোক।
শুনিয়া হনুমান বাপ করিল স্মরণ
ততক্ষণে ওনপঞ্চাশ আইল পবন।
অল্প চাওয়াল দেখি বড়ই দুর্জ্জন
হনুমান ধরিতে নারে দেখেন পবন।
বাতাস করিয়া দিল ঘোর অন্ধকার
দেখিয়া দেবতাগনে লাগে চমৎকার।
মহাঝড় বহে তখন ঝলকে ঝলকে
ধূলা গুঁড়া পাঁশ ভরিল নাকে মুখে।
মহাপদ্মে হনুমান ধরিল চাওয়ালে
দুই পা ধরিয়া তোলে গগনমণ্ডলে।
পাক দুই তিন দিয়া মারিল আছাড়
মাতার খুলি ভাঙ্গিল তার চুর করিলেক হাড়
মহাক্রোধে হনুমান রাক্ষসেরে ধরে
লাথির ঘায় হনুমান সভাকারে মারে।

মহীর স্ত্রী সকল শুনি করে হাহাকার
একা হনুমান শত করিল সংহার।
হাসিয়াত শ্রীরাম হনুমানেরে নিল কোলে
সাধুং আকাশেতে দেবগন বলে।
দেবতা বলে মার গেল পাপিষ্ঠ রাবন
তখনি ছাড়িল দেবী নগর কাঞ্চন।
সৌরস নামে মহীর পাত্রে দিল অধিকার
পালিহ কাঞ্চন নগর থাকে যত কাল।
কাঞ্চন নগরেতে আছিল যত বীর
ব্রাহ্মনের তরে দেন পবননন্দন।
অমূল্য রতন পাইল শ্রীরাম লক্ষ্মন
পাতালপুরী ছাড়িয়া চলিল তিন জন।
দুই ভাইয়েরে হনুমান করিল দুই কান্ধে
জয়ং শব্দ দিয়া উঠিল আনন্দে।
গড় ভুমিয়া বেড়ায় বীর যাইতে না পায় বাট
লাথির চোটে ভাঙ্গে বীর দ্বারের কপাট।
নাগ লোকে বলিছে জয়জয়কার
সুলঙ্গ বাহিয়া ওঠে বাহির দুয়ার।

ওথায় সুগ্রীব রাজা কান্দে বানরগণ
হেট মাতা হইয়া কান্দে রাক্ষস বিভীষণ।
হেনকালে হনুমান ওঠিল আচম্বিত
রাম লক্ষ্মণ কান্ধে দেখিয়া সভে হরষিত।
দুই ভাই দেখিয়া বানর হরষিতে নাচে
সুর্য্য দরশনে যেন অন্ধকার ঘুচে।
হনুমানের স্কন্ধে হইতে ওলিল দুই জন
আগে বিভীষণেরে রাম দিল আলিঙ্গন।
বিভীষণ দেখি হনুমান লজ্জায় পড়িল
ক্ষম অপরাধি বলি চরণে ধরিল।
বিভীষণ বলে মোর ঘুচাইলা কালি
তোমা হইতে জয় হইল কনকলঙ্কাপুরী।
বিভীষণ শ্রীরামের বন্দিল চরণ
বাহু পসারিয়া রাম দিল আলিঙ্গন।
সুগ্রীব রাজারে রাম করিলেন কোলে
আর যত বানরে মধুর বচন বলে।
সকল বানরকটক এড়াইল প্রমাদ
সকল বানরের তরে দিলেন প্রসাদ।

হরষিতে কোলাকোলি করে সর্ব্ব জন
রামজয় বলিয়া নাচে যত বানরগন।
মহাশব্দ করিয়া বানর ছাড়ে সিংহনাদ
নিদ্রা হইতে ওঠে রাবন গনিয়া প্রমাদ।
মহী পুত্র মারিল আইল দুই জন
তেকারনে সিংহনাদ ছাড়ে বানরগন।
শুনিয়া রাবন রাজা গনে মনেমন
যে হওক সে হওক আমি করিব গিয়া রন।
আজিকার যুদ্ধে অবশ্য মারিব লক্ষ্মন
এতেক মনে করিয়া তখন বসিল রাবন।
শুনিতেং গীত লাগে চমৎকার
অমৃত অদ্ভুত কথা রাম অবতার।
মহীরাবন বধ করিয়া হনুমানের জয়
লঙ্কাকাণ্ড রচিল কীর্ত্তিবাস মহাশয়।

অভিমানে বসিল গিয়া লঙ্কার অধিকারী
ঘরেং কান্দে যত বীরভাগের নারী।

কেহ বলে স্বামী পড়িল সংগ্রামভিতর
কেহ বলে ভাই মোর পড়িল সহোদর ॥
কেহ বলে বন্ধু বান্ধব পড়িল জ্ঞাতি
কেহ বলে পুত্র মোর পড়িল যোদ্ধাপতি ॥
ক্ষয় যাওক শূর্পনখা মুণ্ডে পড়ুক বাজ
আমাসভা বাঁড় করি সাধিল কোন কায ॥
শূর্পনখা রাণ্ডী হইল রাক্ষসবিনাশে
সকল রাক্ষস খাইয়া রাবণ খাইবে শেষে ॥
রাবণহেন কুম্ভকর্ণ কোথাও না দেখি
সেই রাজ্যে গিয়া চল বঞ্চি সকল সখী ॥
শূর্পনখা পাড়িলেক এতেক প্রমাদ
সবংশে মরিতে রাবণ বাড়াইল বিসাদ ॥
স্ত্রীলোকের ক্রন্দনের রোল উঠিল ঘরে২
অভিমানে যুঝিতে চলে রাজা লঙ্কেশ্বরে ॥
কোপানলে যায় রাজা যুঝিবার মনে
সর্ব্বাঙ্গ ভূষিত রাজা রাজ অভরণে ॥
শ্বেত বস্ত্র পরিল রাবণ মেঘেতে বিজুলি
রাঙ্গা নেত বান্ধিলেক বেড়িয়া কাঁকালি ॥

কুড়ি হাতে রাবন সুবর্ন তাড় তোড়ন পরি
দশ অঙ্গুলে রাবন পরে মানিক অঙ্গুরী।
সোনার নবগুন পরে সোনার পরে পাট্টা
পুর্নিমার চন্দ্র যেন কপালের ফোটা।
দশ কপালে দশ মুকুট করে ঝলমল
কুড়ি কর্নে পরিল রাজা কুড়িটা কুণ্ডল।
গলা ভরিয়া পরে রাবন পারিজাতের মালা
গগনমণ্ডলে যেন শোভে চন্দ্রকলা।
নানা বেশ অলঙ্কার রাবন রাজা পরে
পর্ব্বতশেখরে সুবর্ন যেন ঝলমল করে।
অগৌর চন্দন পরে গন্ধে মনোহর
কেয়াত কেতকী পরে চাপা নাগেশ্বর।
মেঘের বিজুলি যেন গলার ওতরী
মৃগমদ পরে রাজা সুগন্ধি কস্তুরী।
একেত সুন্দর রাজা অধিক শোভে বেশে
রানী সব দাণ্ডাইল রাজার বাম পাশে।
নানা অস্ত্রে রাবন রাজা সাজিল বাম পাশে
দশ হাজার সুন্দরী রাবন বেড়িয়া বৈসে।

দেব দানবের কন্যা গন্ধর্ব্বকুমারী
যাহার রূপে আলো করে কনকলঙ্কাপুরী।
যুঝিবারে যায় রাবন বড়ই যে ক্রোধে
রানী মন্দোদরী তার পশ্চাৎ বিরোধে।
আপনার কুবুদ্ধে তুমি করিলে বংশনাশ
এখন রামের সীতা দিয়া রাখ গৃহবাস।
মরন নিকট তার কি করে ঔষধে
না রহিল রাবন মন্দোদরির প্রবোধে।
মরনকাল হইলে রোগী না মানে পাচন
মন্দোদরী যত বলে না শুনে রাবন।
রাবন বলে আমারে কি বুঝাহ কারন
আমি কি না জানি রাম আপনি নারায়ন।
রামের রনে আমি যদি সম্মুখ যুদ্ধে মরি
মুক্ত হইয়া যাব তবে অক্ষয় স্বর্গপুরী।
মন্দোদরির চক্ষের জল করে জলজল
স্বামী প্রদক্ষিন করি পড়িছে মহীতল।
অন্তরে জানিয়া রানী কান্দিছে প্রচুর
দশ হাজার সতিনী ঘিরি লইল অন্তঃপুর।

দেব দানবের কন্যা পরমসুন্দরী
চক্ষে জল পড়ে কেহ না কাঁন্দে ফুকরি।
শোকে মত্ত রাবন রাজা না চাহে কার পানে
কোপে চলিল রাজা যুঝিবার মনে।
রাজপ্রসাদ ছলে রাবন বিলায় ভাণ্ডার
চলিল রাবন রাজা গনিয়া অসার।
সোনা রূপার ঘর সব রত্নেতে প্রচুর
প্রথম বৃহন্দ এড়ায় রাবন নিজ অন্তষ্পুর।
দ্বিতীয় বৃহন্দ এড়ায় রাজা লঙ্কেশ্বর
সারথি যোগায় রথ পরমসুন্দর।
কনকরচিত রথ মানিকের চাকা
রাঙ্গা চূড়ায় শোভা করে নেতের পতাকা।
সোনার মানুষের মাথা শোভে রথধ্বজে
সোনার মুদ্গর ঘণ্টা চারি দিগে বাজে।
রথের উপর শোভা করে সুবর্ণের দাড়ি
রাজা বসিবারে তোলে চন্দনের পিড়ি।
সারথি আনে রথ বিচিত্র নির্ম্মাণ
পবনবেগে অষ্ট ঘোড়া রথের যোগান।

জত্রিশ কৌটি রাবনের প্রধান সেনাপতি
সাজিয়া চলিল সভে রাজার সংহতি।
রাবন বলে যত রাক্ষস আছ সেনাপতি
লঙ্কার ভিতর না রহিও চল শীঘ্রগতি।
মরি কিবা মারি এইবারমাত্র রন
বড় ক্রোধে যুঝিতে চলিল রাজাতি রাবন।
মার রায়২ ডাকে রাক্ষসগন
ত্রিশ অক্ষৌহিনী ঠাটে চলিল রাবন।
কটকের পায়ের ভরে কাঁপিছে মেদিনী
নানা শব্দে বাদ্য বাজে কিছুই না শুনি।
রাজ্যখণ্ড লইয়া রাবন সংগ্রামেতে রোষে
বিক্রম করিয়া রাবন সভাকারে তোষে।
কালান্তক বান আজি করিব অবতার
আজিকার যুদ্ধে কার নাহিক নিস্তার।
নদ নদী দশ দিগ আজি ছাইব বানে
বানর বলিয়া না থুইব মারিব পরানে।
বানর মারিব আজি না থুইব লেশ
মৃটান কমলে যেন হাতির প্রবেশ।

আজিকার যুদ্ধে তোমরা আমার দেখিও বল
মারিব বানর আজি যাইব রসাতল।
চলিল রাক্ষসকটক নানা অস্ত্র ধরি
কটকের পায়ের ভরে কাঁপে লঙ্কাপুরী।
হস্তী শুণ্ড নাড়ে তার গুঞ্জিল ঠণ্ঠনি
ঘোড়ার ঠাট চলে বাজে সোনার কিঙ্কিনি।
কটকের পদভরে কাঁপিছে মেদেনী
রাবন রাজার বাদ্য বাজে সাত অক্ষৌহিনী।
পশ্চিম দ্বারে আছেন শ্রীরাম লক্ষ্মন
সাজিয়া পশ্চিম দ্বারে বাহির হইল রাবন।
রনে প্রবেশ হইল ধনুকে দিয়া চড়া
পবনবেগে সারথি চালায় অষ্ট ঘোড়া।
অদ্ভুত অন্যের কাষ দেখিয়া রাবনে
ভঙ্গ দিয়া বানর পলায় মুখ না পাতে রনে।
যুগান্তের অগ্নি যেন সংসার পোড়ে
ভাঙ্গিল সকল ঠাট পলায় ওভরড়ে।
বড়বড় বানর যত রনেতে প্রবীন
দশ সেনাপতি রনে হইল আগুয়ান।

ঋষভ কুমুদ রোষে গন্ধমাদন
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র রোষে সুষেণনন্দন।
নল নীল কুপিল প্রধান সেনাপতি
অঙ্গদ হনুমান রোষে বানর সম্পাতি।
দশ সেনাপতি কুপিল একবারে
চারিদিগে গাছ পাতর ওপাড়িয়া মারে॥
রাবন রাজা করে এখন বান বরিষন
রাবনের বান যেন যমদরশন।
গন্ধমাদন বীর বানরে বাখানে
খানখান হইয়া পড়ে রাবনের বানে।
রাক্ষস দেখিয়া নীল গাছ পাতর মারে
দশ বানে বিন্ধিয়া পাড়ে রাজা লঙ্কেশ্বরে।
দুই বানে বিন্ধিলেক সুষেনকুমার
শতেক বানে বিন্ধিলে গবাক্ষ বানর।
একশত বানে নল বিন্ধিল রাজা দশানন
ত্রিশ বানে ফুটিলেন পবননন্দন।
গয় বানর ফুটিয়া পড়ে পঞ্চাশ বানে
ইন্দ্রজাল বীর পড়িল শতেক বানে॥

ছয় বাণে ফুটিল ঋষভ রণেতে কর্কশ
দশ বাণে ফুটিয়া পড়ে বীর পনস।
পঞ্চাশ বাণে ফুটিয়া পড়ে কুমুদ মহাবীর
নই বাণে ফুটিল জাম্বুবানের শরীর।
আর চারি বাণে বীর কুম্ভাক্ষেরে মারে
বাণে ফুটিয়া তাহার রক্ত পড়ে ধারে।
পঞ্চাশ বাণ বাজিল গিয়া বীর সুষেণে
অচেতন হইয়া বীর পড়ে সেইখানে।
আশি বাণে সরভ ষাঠি বাণে দধিমুখ
বড়ং বানর পড়ে বিক্রমে বিশাল।
কার মাথা কাটং গেল কেহ লোটায় ভূমিতলে
রাক্ষসকটক লইয়া রাবন বানরকটক দলে।
শোকে বাণ এড়ে রাবন সহিবে কোন জন
ভঙ্গ দিয়া চতুর্দ্দিগে পলায় বানরগন।
রাবন রাজা বাণ এড়ে তারা যেন ছোটে
বজ্রাঘাত হেন বাণ বানরের গায় ফুটে।

মহেন্দ্র দেবেন্দ্র মুচিল বীর অঙ্গদ
বান খাইয়া অচেতন হইল নিঃশব্দ।
খণ্ডখণ্ড হইল বানর তিতিল রক্তে
রন ছাড়িয়া পলায় বানর শ্রীরামের ভিতে।
রামের কাছে গেল এখন যত বানরগণ
রামের কাছে গিয়া সভে করে নিবেদন।
পৃথিবী ঘুড়িয়া রাবন সৈন্যগুলা পাড়ে
পর্ব্বত উপরে যেন উল্কাপাত পড়ে।
রাবনের কথা রামের ঠাঁই কহিল বানরগণ
কুষিল সুগ্রীব রাজা সূর্য্যের নন্দন।
বানরকটক ডাক দিল সুগ্রীব রাজার রোষে
পাত্র মিত্র লইয়া রাজা যুঝিবারে আইসে।
আগে সুগ্রীব রাজা বানর পশ্চাতে
গাছ পাতর শাল পেয়াল বানরের হাতে।
সিংহনাদ ছাড়ে বীর কাঁপেত পাতাল
রাক্ষসের উপরে ফেলে শাল পিয়াল।
সিংহনাদ করি বীর সান্ধাইল রনে
আছাড়িয়া বড় মারে রাক্ষসগনে।

গাছ পাত্তর এড়ে রাজা পক্ষিযেন ওড়ে
দাক্ষন প্রহারে গিয়া রাক্ষসের মাত্তায় পড়ে ।
সুগ্রীবের যুদ্ধে রাবন পড়িল শুণ্ডেং
জ্বলন্ত অনলে যেন সংসার পুড়ে ।
বড়ং রাক্ষস পড়ে রনেতে বিরোধী
তিন লক্ষ রাক্ষস পড়িল রক্তে বহে নদী ।
রাবন রাজা করে এখন বান বরিষন
সুগ্রীব রাজায় বিন্ধিয়া করিল অচেতন ।
সারথিরে আজ্ঞা দিল রাজাত রাবনে
মিথ্যা রনে কার্য্য নাহি বানরের সনে ।
রথখান চালাও রাম লক্ষ্মনের কাছে
রাম লক্ষ্মন আগে মারি বানর মারি পাছে ।
রথশব্দ শুনিয়া বানর পলায় ওভরড়ে
পর্ব্বতে থাকিয়া যেন পক্ষী সব ওড়ে ।
রাবনের আজ্ঞায় সারথি রথ লইয়া চলে
রামের সম্মুখে রথ আইল কুতূহলে ।
রথখান চলে যেন বিজুলির ছটা
রথখান চলিতে বাজে শঙ্খ ঘন্টা ।

রামের কাছে গেল রথ চক্ষুর নিমেষে
হাতে ধনুকে রহিল গিয়া শ্রীরামের পাশে ॥
কটকসহিতে রাবন রাজা গেল রনস্থলে
ধনুক বান হাতে রাম রাবন নেহালে।
হাতে ধনুকে রাবন রাজা পুরিল সন্ধান
বৈকুণ্ঠের নাথ রাম সাক্ষাৎ ভগবান ।
দীর্ঘ দণ্ড ভুজ রাম কমললোচন
হাতের ধনুক বান রামের বিচিত্র নির্ম্মান।
আছিল ভিতে রামের শর গুন কোদণ্ড
বিক্রমে অপার রাম আজানু ভুজদণ্ড।
দুর্ব্বাদলশ্যাম কর্ন গজেন্দ্র গমন
কন্দর্প জিনিয়া কর্ন অভিনব মদন।
সুঠাম গঠন রামের প্রচণ্ড শরীর
আজানু লম্বিত ভুজ নাভিত গভীর।
উন্নত নাশিকা রামের যোড় কপাল
মহাতেজোময় পুরুষ বিক্রমে বিশাল।
সুর্য্য জিনিয়া রামের তেজ বিশাল
শান্ত মুর্ত্তি রঘুনাথ থাকেন চিরকাল।

সাগর জিনিয়া রাম গভীর অপার
রূপ দেখিয়া রাজার লাগে চমৎকার।
হাতের ধনুক বান বিচিত্র নিশান
রামের মুখ দেখিয়া রাজার আর নাই মন।
এক দৃষ্টে রামের শরীর করিছে নিরীক্ষন
রামের শরীরে রাবন দেখে ত্রিভুবন।
বিশ্বরূপ রাবন রাজা শ্রীরামেরে দেখে
পর্ব্বত সমুদ্র সাপ দেখে লাক্ষেলাক্ষে।
মনেমনে চিন্তে এখন রাজাত রাবন
আজিসে জানিনু রাম আপনি নারায়ন।
রামের বানে যদি আমার হয়েত সংহার
আজি মুক্ত হইবে তবে আমার স্বর্গ দ্বার।
ক্ষত্রি হইয়া আমি কেন হইব বিমুখ
ধনুক পাতিয়া গেল রামের সম্মুখ।
বিধাতার নির্ব্বন্ধ কর্ম্ম না যায় খণ্ডন
রাম রাবনে দুই জনে বাজে ঘোর রন।

দুই দিগে দুই ভাই মধ্যে রাবন যুঝে
কাল মহারাথির যেন চন্দ্র সূর্য্য মাঝে।
একবাহে দশ বান যোড়ে দশানন
বিংশতি বানে কাটেন তাহা কমললোচন।
অগ্নি বান রাবন রাজা পুরিল সন্ধান
বরুন বানে রাম তাহা করিল নির্ব্বান।
যত বান রাবন রাজা জানে যত শিক্ষা
রামের ঠাঁই বান তার কিছু না পায় রক্ষা।
একেক বারে শত বান আইসে অন্তরীক্ষে
বানে অন্ধকার করি পৃথিবী গিয়া ঢাকে।
বিপক্ষ বিনাশ বান এড়েন রাবন
ত্রিভুবন শুনিয়া কাঁপে বানের গর্জ্জন।
অন্তরীক্ষে যায় বান মেঘের গর্জ্জনে
রামের শরীর এখন বিন্ধেত রাবনে।
সর্ব্বাঙ্গ ফুটিল রামের হইল জর্জ্জর
তার পাছু এড়ে রাবন তিন লক্ষ শর।
আকাশের তারা যেন বান সব ছোটে
তিন লক্ষ বান পড়ে রামের ললাটে।

এত বান অবতার করিল রাবন
সন্ধান পুরিয়া আগু হইল লক্ষ্মন।
রাম অচেতন তাহা দেখেন লক্ষ্মন
ধনুকে টঙ্কার দিল কাঁপে ত্রিভুবন।
রঘুনাথ বিন্ধে বেটা মায়াবিদ্যাবানে
মারিয়া পাড়ি রাবন রাজা আজিকার রনে।
সন্ধান পুরিয়া বীর লক্ষ্মন এড়ে বান
ছুটিল লক্ষ্মনের বান অগ্নির সমান।
রাবনের রথে সোনার মানুষের মুণ্ড
লক্ষ্মনের বানেতে হইল খণ্ডখণ্ড।
আর বান এড়েন লক্ষ্মন অতি শীঘ্রগতি
কুণ্ডলসহিত কাটিয়া পাড়ে রথের সারথি।
লক্ষ্মনের বানে রথ হইল নেড়ামুড়া
গদার বাড়িতে বিভীষন কাটিল অষ্ট ঘোড়া।
এড়িলেন লক্ষ্মন বিভীষনপানে চায়
অজয় শেলপাট রাবন তুলিয়া লইল বাহে।
বংশনাশ করিল যে গৌরব না থাকে
বিভীষন মারিয়া পাড়ি কার বাপে রাখে।

ক্ষাপড় না মারে রাবন ক্রোধি মনে রথে
বিভীষন মারিতে যায় শেল লইয়া হাতে।
এড়িলেক শেলপাট দিয়া হুহুঙ্কার
রাবন বলে বিভীষনের নাহিক নিস্তার।
শেলপাট দেখিয়া ত্রাস পাইল বিভীষন
ডাক দিয়া বলে প্রান রাখ ঠাকুর লক্ষ্মন।
শেলপাটের তরে লক্ষ্মন এড়িল তিন বান
তিন বানে শেল কাটি করিল খানখান।
বিভীষন রাখা গেল কটকের টিটকারি
রুষিল রাবন রাজা লঙ্কার অধিকারী।
কুপিল রাবন রাজা দেখিতে ভয়ঙ্কর
আর শেল তুলিয়া লইল যমের দোষর।
বজ্র গঠন শেলের আনাদের জি
যারে শেল এড়ে তার জীবন আর কি।
হেন শেল থুইয়াছিল রাম মারিবার মনে
সেই শেল তুলিয়া তবে মারে বিভীষনে।
শেলে মন্ত্র পড়িলে শেল হয় অধিষ্ঠান
শেলের মুখে অগ্নি জ্বলে বজ্রের সমান।

ফাঁফের হইল বিভীষন দুই কটকে দেখে
সেহ শেল কাটিয়া লক্ষ্মন বিভীষন রাখে।
লক্ষ্মন ঠাকুর বান বরিষে ঝাকেঝাকে
লক্ষ্মনের বানে রাবন সম্মুখ না দেখে।
এড়িলেক বিভীষন লক্ষ্মনপানে চাহে
ময়দানবের শেলপাট তুলিয়া লইল বাহে।
বিভীষন রাখিলা লক্ষ্মন বুঝিলাম বীরপনা
পরেরে রাখিলি বেটা রাখরে আপনা।
মরিয়াছিল বিভীষন করিলি উদ্ধার
তোর ওপর পড়িল বিভীষনের মার।
মোর শেলে পড়িলি বেটা ভণ্ড তপস্বী
মরনকালে স্মরন কর ভাজু রূপসী।
রাত্রি দিন তোর ভাই সীতালাগি কান্দে মরে
তুই মরিলে কান্দিবে এখন দুই জনার তরে।
মা বাপে স্মরন কর বন্ধু বান্ধব জন
আপনি মরিলে কার সঙ্গে নাহি দরশন।
রাম সুগ্রীবের ঠাঁই মাগরে মেলানি
আপনি মরিলে কার সঙ্গে নাহিক কাহিনী।

ভালমতে দেখিয়া লহ সকল বানর
আমার বানে পুনর্ব্বার না যাইবা ঘর।
তর্জ্জে গর্জ্জে রাবন রাজা শেলপাট ঝাঁকে
শেলপাট দেখিয়া এখন ত্রিভুবন কাঁপে।
যক্ষ পিশাচ কাঁপে গন্ধর্ব্ব বিদ্যাধির
অষ্ট লোকপাল কাঁপে দেব পুরন্দর।
সূর্য্যের কিরন ঢাকে কাঁপিছে মেদিনী
মেঘের মঙ্কার যেন জ্বলিছে অগিনি।
যমের ভগ্নী শেলপাট শক্তি নাম ধরে
শক্তি যারে প্রবেশ করে ততক্ষনে মরে।
এক জন বই শেল না পারে অন্য জন
যারে শেল মারে তার অবশ্য মরন।
শেলপাট এড়িল রাবন মাপযেন গর্জ্জে
শেলপাট আসিতে সোনার আশি ঘন্টা বাজে
গাছের নিকটে গেলে সকল গাছ জ্বলে
আলো করিয়া আইসে শেল গগনমণ্ডলে।
দশ দিগ আলো করিয়া আইসে শেলপাট
চিন্তিত হইল সকল দেখিতে না পায় বাট।

মনেং চিন্তেন রাম লক্ষ্মনের কুশল
শেলপাটে স্তুতি করেন হাত করিয়া যুগল ।
দেবমুর্ত্তি শেল তুমি দেব অধিষ্ঠান
একবার লক্ষ্মন ভাইয়েরে দেহ প্রান দান ।
বাহুড়িয়া যাহ শেল রাবন রাজার রথে
ভাই দান মাগিয়া আমি লই যোড়হাতে ।
নহে যে দেবতা অধিষ্ঠান আছে শেলের মুখে
লক্ষ্মন ভাই এড়ি শেল পড় আমার বুকে ।
আপনি মৃত্যু অধিষ্ঠান শেলের উপর
ডাক দিয়া রামের সনে করিছে উত্তর ।
আমারে কেন স্তুব কর রাম নারায়ন
লক্ষ্মনের নামে শেল এড়িল রাবন ।
যাহার কাছে থাকি আমি তার হিতকারী
লক্ষ্মনে এড়িয়া সে তোমারে কেন মারি ।
শ্রীরামের কাতর বাক্যে শেল নাহি থাকে
পবনবেগে পড়ে শেল লক্ষ্মনের বুকে ।
পড়িলেন লক্ষ্মন বীর রঘুবংশের চুড়া
সকল ফলি ভিতরে গেল বাহিরে রহিল কুড়া ।

যাটিতে সাটিল লক্ষ্মন নাড়িতে নারে পাশ
এক শেলে পড়িলেন লক্ষ্মন ঘন বহে শ্বাস।
লক্ষ্মন দেখিয়া চতুর্দ্দিগে পলায় বানর
বানর রাখিতে রাম হইল ফাঁফর।
লক্ষ্মন রাখিবেন বানর রাখিবে আপনা
তিন ঠাঁই রাখিতে হইল রামের যন্ত্রনা।
রাম বলেন আমার কথা শুন বানরগন
সভে মেলি লক্ষ্মন ভাইয়েরে করহ রক্ষন।
শেল কাটিয়া ভাইয়ের প্রান কর রক্ষা
শেল না কাটিলে ভাইয়ের প্রান অপেক্ষা।
শেল কাটিতে বানরগন লক্ষ্মনেরে বেড়ে
আপনি সুগ্রীব রাজা শেলে টান পাড়ে।
সুগ্রীব রাজা শেল কাটে সকল কটক চাহি
প্রানশক্তি টান পাড়ে তবু বাহির নহি।
হনুমান বীর তারে ত্রিভুবনে জানি
শেল ধরিয়া বিস্তর করিল টানাটানি।
অঙ্গদ কুমুদ আদি যত বানর বীর
শেল ধরিয়া টানিল বিস্তর নহিল বাহির।

শেল কাটিতে বানরকটক না করে সাহস
যাহার টানে মরিবেক তাহার অপযশ।
ধনুক বান দিল রাম সুগ্রীবের হাতে
আপনি শেলপাট টানি কাড়িল রঘুনাথে।
বিশ্বম্ভর মূর্ত্তি ধরি শেলে দিল টান
ওপাড়িয়া শেলপাট করিল দুইখান।
শেলপাট হেড়িয়া ভাগে সকল বানর
ভাঙ্গা যায় শেলপাট রাবন ফাঁফর।
রাবনের যুদ্ধ সহিবে কোন জন
বানরের ওপরে করে বান বরিষন।
রাবনের রনে পলায় সকল বীর
প্রিয় বাক্য বলিয়া রাম সভারে করে স্থির।
লক্ষ্মন মারিল আমা মারিবে না করিহ মনে
মারিয়া পাড়িব রাবন আজিকার রনে।
আজি যুদ্ধে যদি রাবন না মারিতে পারি
শ্রীরাম নাম তবে ব্যর্থ আমি ধরি।

পর্ব্বতে বসিয়া তোমরা দেখ আপন সুখে
মারিয়া পাড়ি রাবণ আজি কার বাপে রাখে।
রামের বচনে বানর সাহসে করে ভর
লক্ষ্মণ রাখিতে রহিল বড়বড় বানর।
অঙ্গদ কুমুদ নীল বীর হনুমান
আপনি সুগ্রীব রহিল মন্ত্রী জাম্বুবান।
লক্ষ্মণ রাখিতে রহিল প্রধান ছয় বীর
রাবনের বানে আর কেহ নহে স্থির।
ছয় বীর রহিলেন লক্ষ্মণ অপেক্ষা
ভ্রাতৃশোকে যোঝে রাম দড় ধনুকে শিক্ষা।
ভ্রাতৃশোকে যোঝেন রাম বাড়িয়াছে বল
যুদ্ধ সহিতে নারে রাবন ওঠিয়া দিল রড়।
রথখান চালাইয়া দিল রথের সারথি
লঙ্কার ভিতর পলাইয়া গেল শীঘ্রগতি।
ত্রাস পাইয়া সাম্ভাইল লঙ্কার ভিতর
ধীর ধীর ডাক ছাড়ে যতেক বানর।
রঘুনাথের প্রতিজ্ঞা ব্যর্থ নাই যায়
সেই রনে পড়িবে রাবন খানিক তিরায়।

যুদ্ধ জিনিয়া রঘুনাথ পাইল অবসর
লক্ষ্মণে কোলে করিয়া কান্দে ধূলায় ধূষর।
অশুভক্ষণে ছাড়িলাম অযোধ্যানগরী
আমার শোকে মরিল বাপ অধিকারী।
জনকদুহিতা সীতা সর্ব্বাঙ্গি সুন্দরী
দিনে দুই প্রহরে মোর হাতেহাতে চুরি।
স্ত্রীনাগিয়া হারাইলাম যুঝার ধানুকী
কি করিবে রাজ্যভোগ কি করিবে জানকী।
সুমিত্রা সতাইর লক্ষ্মণ কুলের নন্দন
কি বলিয়া প্রবোধিব সতাইর ক্রন্দন।
কানের সোনা আনিলাম অঞ্চলের নিধি
বিদেশে পড়িল ভাই মোর কি করিবে বুদ্ধি।
লক্ষ্মণের গা বাহিয়া রক্ত পড়ে ধারে
দুই হাতে রঘুনাথ রক্ত সম্বরে।
পাঁজর ভাঙ্গিল ভাইয়ের শেলের চাপনে
ভাইয়ের ব্যগ্রতা কত সহিব পরাণে।
লক্ষ্মণের কেশ লোটায় রাম করিলেন কোলে
লক্ষ্মণে করিয়ে কোলে ভিতে নয়নের জলে।

অন্তর হইয়া শোও রে ভাই রক্তে ডুবে পাশ
ইহার লাগি আমার সঙ্গে আইলে বনবাস।
শরীর অন্তর ভাই প্রাণ ভঙ্গ চাই
কোপ এড়িয়া সম্বিত বাণী কেন না দেও ভাই।
প্রাণের লক্ষ্মণ ভাই প্রাণের সোষর
এক শেলে নিষ্ঠুর হইয়া দেন না উত্তর।
চৈতন্য হউক ভাই তোমার বোল শুনি কানে
আমিত মরিব লক্ষ্মণ তোমার মরণে।
দণ্ডক বনে লক্ষ্মণ ভাই হাতের দণ্ড নড়ি
রক্তেতে ডুবিলেন ভাই যান গড়াগড়ি।
তব বার্ত্তা পুছিবে সভাই আমি গেলে দেশে
তোমার মরনবার্ত্তা কহিব কোন সাহসে।
আমানাগিয়া লক্ষ্মণ ভাই প্রাণ কর রক্ষা
তোমাবিনে দেশে না যাব মাগিয়া খাব ভিক্ষা।
কর্ণেতে কুণ্ডল দিয়া হইব দেশান্তরী
তোমার এমত দুঃখ দেখিতে না পারি।
সহোদর বধিয়া মোর রহিল কাহিনী
লঙ্কাকাণ্ডে কীর্ত্তিবাসের মধুর বাণী।

সীতা মোর লাভ রে লক্ষ্মন মোর মূল
লাভের লাগিয়া আইলাম সাগরের কূল।
আছুক অন্যের কায মূলে টানাটানি
সুবর্ন বানিজ্যে আমি মানিক দিলাম দানি।
আরে লক্ষ্মন কোন কর্ম্ম করিলা গিয়া রনে
হারাইনু হাতের নিধি নিল কোন জনে।
কার্ত্তিকবীর্য্য অর্জ্জুন সহস্র বাহু বীরে
তাহাতে অধিক মোর লক্ষ্মন ধনুর্দ্ধরে।
হেনত লক্ষ্মন ভাই মোর মারিল রাক্ষসে
আর নাহি যাব ভাই অযোধ্যার দেশে।
বাপের আদেশ মোরে দিতে ছত্র দণ্ড
তাহাতে কৈকেয়ী সতাই হইল পাষণ্ড।
বাপের সত্য পালিতে মুই আইলাম বনবাস
পাছু লাগিল বিধি মোর হইল সর্ব্বনাশ।
রামের তরে কান্দিয়া বলেন সকল দেবগন
না কান্দ২ গোঁসাঞি পাইবা লক্ষ্মন।

কান্দিতে২ রাম এড়িল নিশ্বাস
রামের ক্রন্দন শক্তিশেল গাইল কীর্ত্তিবাস।

রাম বলেন সুষেন আমি মরিব এখন
যদি লক্ষ্মন জীয়ে তবে আমার জীবন।
লক্ষ্মন বৈ আমার আর কেহ নাহি গতি
লক্ষ্মনজীবনে জীবন মরনে সংহতি।
সুষেন বলেন কাতর হইলে বৈরি নাহি জিনি
তুমি কাতরে কে আনিবে ঔষধি পানি।
সরক্ত হাত পা বীরের প্রসন্ন বদন
হৃদয় শ্বাস আছে বীরের প্রসন্ন লোচন।
হেন বীর নাহি মরে আমার জ্ঞানে
ঔষধি আনিতে পাঠাও বীর হনুমানে।
রাম বলেন লক্ষ্মনশোকে মোর হিয়া শোষে
আপনি পাঠাও হনুমানে ঔষধি উদ্দিশে।
সুষেন বলে হনুমান পবননন্দন
ঔষধি আনিতে চল গন্ধমাদন।

গন্ধমাদনের উত্তর ঔষধি সর্ব্ব লোকে জানি
দ্বিতীয় ঔষধি আছে অস্থিসঞ্চারিণী।
তৃতীয় ঔষধি আছে মৃত্যুসঞ্জীবিনী
চতুর্থ ঔষধি আছে বিশল্যকরণী।
আর ঔষধি আছে তাহে সুবর্ণকরণী
আট ঔষধি আন যাবৎ আছেত রজনী।
শীতল বাতে দড় করিব চন্দ্রের বলে
রাত্রি প্রভাতে না পারিব রবির জলে।
এথা হইতে গন্ধমাদন পথ বার বৎসর
রাত্রির ভিতর আসিতে চাহ হনুমান বানর।
বিলম্ব না কর তুমি চলহ এখন
তোমার প্রসাদে জীউক বীরত লক্ষ্মন।
রাম বলেন সুষেন বেজ মিথ্যা প্রবোধে
আজি মরিলে কালি কি করে ঔষধে।
বার বৎসরের পথ যাবে আসিবেক রাত্রি
লক্ষ্মন ভাইয়ের আমার নাহি অব্যাহতি।
এথা হইতে গন্ধমাদন পথ বার বৎসর
রাত্রের ভিতর কেমনে যাবে হনুমান বানর।

হনুমান বলে প্রভু কর অবগতি
ওষধি আনিয়া দিব এই রাতারাতি।
তবেত জানিহ আমি ঘরের নফর
লক্ষ্মণ জীয়াইয়া দিব রাত্রের ভিতর।
শুভ লেজ করিয়া সারিল দুই কান
এক লাফে আকাশে উঠিল হনুমান।
দুড়দুড় শব্দে যায় গগনে করি ভর
লেজের টানে উপাড়িল গাছ পাতর।
আকাশে থাকি গাছ পাতর জল স্থলে পড়ে
বন্ধু অনুবর্জ্জিয়া যেন বান্ধববাহড়ে।
পবনগমনে যান পবননন্দন
লঙ্কায় থাকিয়া তাহা দেখেন রাবন।
কালনিমা ছিল তথা ঘোর দরশন
চারি মুণ্ড অষ্ট বাহু অষ্ট লোচন।
রাবন বলে কালনিমা তুমি মন্ত্রির প্রধান
ওষধি আনিতে গেল বীর হনুমান।
গন্ধমাদন পর্ব্বত যাও তপস্বির বেশে
আদর গৌরবে হনু রাখিহ আপন পাশে।

মায়াবাড়ী সৃজহ মধুর ফল ফুল
কলসি ভরিয়া থুইও সুবাসিত জল।
নানা ফল ফুল দিহ অতিথিব্যবহারে
স্নান করিতে পাঠাইহ সেই সরোবরে।
সরোবরের ভিতর আছে দারুন কুম্ভীরিনী
কুম্ভীরিনির ঠাঁই হনুমান ত্যজিবে পরানী।
হনুমান মরিলে কে আনিবে ওষধি পানি
হনুমান মারিবে তুমি না পোহাতে রজনী।
রাত্রি প্রভাত হইলে মরিবে লক্ষ্মন
চতুর্দ্দিগে ভঙ্গ দিয়া পলাবে বানরগন।
রাম তপস্বী মরিয়া যাইবে ভাইয়ের শোকে
মিত্রলাগি সুগ্রীব মরিবে দেখিবেক লোকে।
কাহালাগিয়া কে মরিবে পলাবে চারি দিগে
তোমায় আমায় লঙ্কাপুরী খাইব অর্দ্ধভাগে।
এতেক যদি শুনিল কালনিমার বচন
কুড়ি চক্ষু পাকল করি চাহেত রাবন।
কুপিল রাবন রাজা কালনিমার বোলে
পাকল আঁক্ষি করি চাহে অগ্নিহেন জ্বলে।

কালনিমা বলে আমার নাহিক জীবন
তুমি মার হনুমান মারক অবশ্য মরণ।
চলিল যে কালনিমা রাজার আদেশে
গন্ধমাদন পর্ব্বত গেল চক্ষুর নিমেষে।
পবনগমনেতে চলিল হনুমান
মনের গতি রাক্ষস গেল তাহার আগুয়ান।
মায়াবাড়ী সৃজিল মধুর ফুল ফল
কলসি ভরিয়া থুইল সুবাসিত জল।
মাথায় জটা ধরে বাকল পরিধান
হাতে জপ্য মালা করিয়া যুড়িল ধেয়ান।
হেনকালে গন্ধমাদনে গেল হনুমান
তপস্বী দেখিয়া হনুমান বন্দিল চরণ।
অনুবাড় লাগিয়াছে দীর্ঘল গোঁফ দাড়ি
হনুমান দেখিয়া দিলেক জল পিঁড়ি।
তপস্বী বলে হনুমান গমন কুশল
স্নান করিয়া খাও কিছু মধুর ফুল ফল।
হনুমান বলে তপস্বী না জান কাহিনী
কোন সুখে করিব স্নান খাইব আহার পানি।

দশরথ নামে রাজা জন্ম সূর্য্যবংশে
স্ত্রীর বচনে পুত্র পাঠায় বনবাসে।
জ্যেষ্ঠ পুত্র রাম তাহার সীতাও সুন্দরী
চুরি করিয়া সীতা রাবন আনিল লঙ্কাপুরী।
তাহালাগি রাম রাবনে লাগিয়াছে রন
রাবনের শক্তিশেলে পড়েছেন লক্ষ্মন।
মরিয়াছেন লক্ষ্মন ঠাকুর রাবনের শেলে
তবে জীবেন লক্ষ্মন ঔষধি লইয়া গেলে।
তোমার ফুল ফল দেহ মাতায় করিব মেলানি
ঔষধিগাছ চিনিয়া দেহ বিশল্যকরনী।
তপস্বী বলে হনুমান জাওয়াল তোমার মতি
ভুকেতে ক্ষেমতে বাপু কুলাবা আরতি।
সকল তপ নষ্ট হইল কিসের মুই তপস্বী
আমার বাড়ী অতিথি কভু না যায় উপাসি।
যাহার ঘরে অতিথি যাইয়া যায় উপবাস
অতিথি উপবাস করিলে তার সর্ব্বনাশ।
অতিথি পাইয়া যে জন না করে জিজ্ঞাসা
আপনার দুর্গতি তার নরকে হয় বাসা।

সরোবর সৃজিলায় আমি তপের পুসাদ
ওহায় ওলিয়া স্নান কর ঘুচুক অবসাদ।
ইহার যদি খাইতে পার গণ্ডুষেক পানি
থার বৎসর ভুক শোক কিছুই না জানি।
রাক্ষসের মায়াতে পণ্ডিত জন ভুলে
হনুমান হেন পণ্ডিত স্নান করিতে ওলে।
ঝপ ঝপ করিয়া ওলে একই পরানী
পানির ভিতর থাকিয়া রোষে দারুন কুম্ভীরিনী।
কুম্ভিরিনী কষিয়া আইসে পলায় পানির মাছ
ওড়ে সাত তাল লেঙ্গুড় যেন খাজুর গাছ।
হাত পায়ের নখ যেন চোখ২ ছুরি
পখুরের জাঠিযেন দন্ত সারিসারি।
পানির ভিতর কুম্ভীরিনী হনুমান দেখে
হনুমানের হাত পা কুম্ভীরিনী ধরে নখে।
কি২ বলিয়া হনুমান ওফড়িয়া পড়ে
তুলিলেক কুম্ভীরিনী সরোবরের পাড়ে।
কুম্ভীরিনী তুলিলেক পবননন্দন
কুম্ভীরিনী দেখিল বড় তিন যোজন।

তিন প্রহরের পথ যুড়িয়া পর্ব্বতপ্রমান
মধ্যে চিঁড়িয়া কুম্ভীরিনী করিল দুইখান।
দেবকন্যা কুম্ভীরিনী উঠিল আকাশে
আকাশে থাকিয়া হনুমানেরে সম্ভাষে।
সকল বীরের সার বাপু পবননন্দন
তোমার যশ ঘুষিবেক এ তিন ভুবন।
আমারে উদ্ধার করিলে বীর হনুমান
আমি কিছু বলি বাপু কর অবধান।
দেবকন্যা ছিলাম আমি নাম গন্ধকালী
প্রতি দেবতার ঘরে করিতাম নাচ কেলি।
ধনকুবেরের বাড়ী গেলাম নাচিবার রঙ্গে
রথের ছায়া লাগিল গিয়া দক্ষ মুনির অঙ্গে।
ঘাটে তপ করে মুনি নাম তার দক্ষ
কোপে শাপ দিল মোরে শুনিতে অশক্য।
আচমন করি বলে মোরে রুষ্ট বানী
গন্ধমাদনসরোবরে হও কুম্ভীরিনী।

তিন কোটি প্রাণী খাইয়া বাড়িবে তোর পাপ
হনুমানের হাতে তোর মুক্ত হবে শাপ।
আপনি বিষ্ণু হইবেন শ্রীরাম অবতার
তাহার সেবকের ঠাঁই তোমার প্রতিকার।
ঔষধি আনিতে হনুমান আসিবে গন্ধমাদন
তার ঠাঁই পড়িলে হবে পাপ বিমোচন।
চিরঞ্জীবী হও বাপু সাধি রামের কাম
তোমার প্রসাদে দেখি ইন্দ্র দেবরাজ।
আর বাক্য বলি বাপু শুন হনুমান
ঐ দাড়ের ঠাঁই তুমি হইও সাবধান।
এতেক বলিয়া আকাশে যায় গন্ধকালী
যত দূর যায় কন্যা পড়িছে বিজুলি।
সরোবরের ভিতে তপস্বী চাহে ঘনেঘন
হনুমানের বিলম্ব দেখি হরষিত মন।
এতক্ষনে না আইল পবননন্দন
কিবা মরিল কিবা আছে না জানি কারণ।
মনেং তপস্বী বেটা করে অনুমান
কুম্ভীরিনী লাগালি পাইয়া বধিল পরান।

অতঃপর যাই আমি রাবণগোচর
অর্দ্ধ লঙ্কা ভাগ বলিয়াছে লঙ্কেশ্বর।
দুড়ি বীরে লব ভাগ উত্তর দক্ষিণে
পুর্ব্ব দিগ লব আমি না যাব পশ্চিমে।
পশ্চিমে সাগর যদি বাঁধি ভাঙ্গে বায়ু
পশ্চিম রাবণে দিব ভাগ যত হয়।
অশ্ব হস্তী সৈন্য রথ ভাণ্ডারের ধন
সকল অর্দ্ধেক বুঝে লইব এখন।
রাণীগন আছে যত স্বর্গবিদ্যাধরী
তাহার অর্দ্ধেক লব যে ভাগে মন্দোদরী।
মন্দোদরির রূপ জীয়া স্বর্গবিদ্যাধরী
হাস পরিহাস করিব লইয়া মন্দোদরী।
হেনকালে সেইখানে গেল হনুমান
হনুমান দেখিয়া তার উড়িল পরান।
হাতে ফুল ফল তপস্বী বীর উভরড়ে
যাও২ বলিয়া হনুমানের কাছে এড়ে।
এক দৃষ্টে হনুমান তপস্বী নেহালে
তপস্বী বলে না জানি কোন বোল বলে।

হনুমান বলেন বেটা ভণ্ড তপস্বী
তপস্বী হইলি কেন অতিথি মারিসি।
রাবনের কাছে আছিস মায়ার বেশে
মোর ঠাঁই পড়িলে তোর মায়া কিসে।
তোর ফল ফুল না খাইব ফেল নিয়া দুর
মোর ঠাঁই পড়িলে আজি তপ করিব চুর।
রাক্ষস বলে মোর মায়া হইল বিদিত
রাক্ষসমূর্ত্তি হইল দেখিতে বিপরিত।
চারি মুণ্ড অষ্ট বাহু অষ্ট লোচন
হনুমানেরে বলে তোর বধিব জীবন।
তোর রক্তে মাংসে করিব পীরিতি
প্রভাতে সংহার হবে লক্ষ্মন যোদ্ধাপতি।
প্রথমে গৌরব দ্বিতীয়ে গালাগালি
তৃতীয়ে মুকুটি চতুর্থে ঠেলাঠেলি।
ঠেলাঠেলি এড়িয়া দোঁহে বেড়াবেড়ি
বেড়াবেড়ি এড়িয়া দুজনে জড়াজড়ি।
দুই বীরের সংগ্রাম দুই বীরে সহে
সে পর্ব্বতের গাছ পালা কিছু নাহি রহে।

ক্ষনে হেট হনুমান ক্ষনে হয় ওপরে
গন্ধমাদন টলমল দুই বীরের ভরে।
কেহ কারে জিনিতে নারে দুই জনে সোসর
দুই জনে মল্লযুদ্ধ তৃতীয় প্রহর।
দুই জনে মল্লযুদ্ধ ছাড়ে সিংহনাদ
দুই জনে যুদ্ধ করে নাহি অবসাদ।
আকাড়িয়া হনুমান কালনিমায় ধরে
মুখে রক্ত ওঠে তখন কালনিমা মরে।
রন জিনিয়া মনে ভাবে পবননন্দন
কালনিমার মরন এখন দেখুক রাবন।
লেঙ্গুড়ে জড়াইয়া ঘুরায় আকাশে
ফেলিলেক কালনিমায় রাবনের পাশে।
লঙ্কা গন্ধমাদন বটে পথ বার বৎসর
এত দূর আছাড়ে পাড়ে রাবনগোচর।
মরা কালনিমা দেখি ওড়িল পরান
পুরী মজাইল মোর বানরা হনুমান।

ওষধি না পান রাত্রি হইল বিস্তর
লাফেং বেড়ান বীর পর্ব্বত উপর।
তিন কোটী গন্ধর্ব্ব দেখে বিচিত্র বেশে
নাচ গীতে আছে তারা পরমহরিষে।
গন্ধর্ব্বের স্ত্রীগুলা পরমরূপসী
কার হাতে করতাল কার হাতে বাঁশি।
হনুমান বলে রাম সুগ্রীব জগতে বিদিত
বিষ্ণু অবতার রাম কিছু কর হিত।
সীতানাগিয়া রাম রাবনে বাজিয়াছে রন
রাবনের শেলে পড়িয়াছেন ঠাকুর লক্ষ্মন।
তোমাসভার আগে কহি মধুরস বাণী
ওষধি চিনিয়া দেহ বিশল্যকরণী।
কুপিল গন্ধর্ব্বগুলা কি বলিস বানরা
কাহার নফর তুই কাহার ডিঙ্গীরা।
স্ত্রী লইয়া আমরা সব আছি কুতূহলে
হেনকালে বানরা কোন বোল বলে।
হাহা হুহু রাজার আমরা করি কাম
কোথাকার সুগ্রীব তোর কোথাকার রাম।

হাহা হুহু রাজার আমরা কায করি
আর যারে পাই তাহারে বাড়িয়া মারি।
বানর বেটা আসিয়া ভাইরে কোন বোল বলে
চুলে ধরিয়া মারে কেহ কেহ মারে কিলে।
হাত তুলিয়া বীর দেবতা করে সাক্ষী
মারিয়া পাড়ি দেবতা বেটায় কার বাপে রাখি।
কোপে হনুমান হইল পর্ব্বত আকার
চড়চাপড় মারে মারে মুকুটি প্রহার।
দশ বিশ গন্ধর্ব্বের গলা ধরিয়া পাড়ে
ডাহিন বামে হনুমান গন্ধর্ব্ব আছাড়ে।
পর্ব্বতের উপরে আছে খরসান বালি
তাহাতে লইয়া মুখ ঘসে ধরিয়া চুলি।
একেলা হনুমান গন্ধর্ব্ব তিন কোটি
চক্ষুর নিমেষে মারিল না রইল একগুটি।
হাহা হুহু আইল চড়িয়া দিব্য রথে
এক রথে দুই রাজা ধনুক বান হাতে।
লাফ দিয়া রথের উপর চড়ে হনুমান
দুই রাজার ধনুক কাড়িয়া লইল দুইখান।

হাঁটুর চাপান দিয়া দুই বিনুক ভাগে
আরবার দাঁড়াইল দুই রাজার আগে।
কুপিল হনুমান ঠাকুর সংগ্রামের শূর
মাত্তায় মাত্তায় চুমাইয়া মাত্তা করিল চুর।
গন্ধর্ব্বের স্ত্রীর ওঠে ক্রন্দনের রোল
মারিল সকল স্ত্রী বুকে ভোলবোল।
স্ত্রী পুরুষে গন্ধর্ব্বের মারিল ছয় কোটি
রঘুনাথের সেবক তারে কোন জন আটি।
সুদু হাতে গেলে হইবেক কটকের নিরাস
রাত্রি প্রভাত হইলে লক্ষ্মণবিনাশ।
ঔষধি না পাইল হনুমান রাত্রি বিস্তর
লাফে২ বেড়ান বীর পর্ব্বত উপর।
যে হউক সে হউক আমি সাহসে করি ভর
তালে মূলে লইয়া যাই পর্ব্বতশেখর।
পর্ব্বতগোটা থুইব নিয়া সুষেনের কাছে
আপনি চিনিয়া লউক ঔষধির গাছে।
পর্ব্বত হইতে হনুমান নাম্বিল ভূমিতলে
নখরেখা দিল বীর পর্ব্বতের মূলে।

চৌষট্টি যোজন সেই পর্ব্বত দীর্ঘল
হেন পর্ব্বত ওপাড়ে হনুমান মহাবল ।
আক্ষাড়িয়া হনুমান পর্ব্বতে দেয় নাড়া
আর চত্রিশ যোজন ওঠে পর্ব্বতের গোড়া ।
অনেক গাছ ছিণ্ডিল অনেক ছিণ্ডে লতা
নানা জাতি পশু পলায় হস্তী গজমাতা ।
সিংহ ব্যাঘ্র পলায় ছাড়িয়া সিংহনাদ
মুনি সব পর্ব্বত ছাড়ে গণিয়া প্রমাদ ।
নানা জাতি সর্প পলায় শিরে মণি জ্বলে
মাথায় পর্ব্বত করিয়া ওঠে গগনমণ্ডলে ।
পর্ব্বত লইয়া যায় পবননন্দন
মাথায় পর্ব্বত লইল ষাঠি যোজন ।
হনুমান বীর যায় অন্তরীক্ষে
লঙ্কার ভিতর থাকিয়া রাবন রাজা দেখে ।
রাবন বলে চন্দ্র সূর্য্য শুন দুই ভাই
চন্দ্র থাকিয়া সূর্য্য যাও বানরার ঠাঁই ।
পূর্ব্ব দিগ ওদয় গিয়া করহ প্রকাশ
তোমার ওদয় দেখিলে বানরের লাগে তরাস ।

ভয় পাইয়া বানরা ফেলিবে পাতর
পাতর ফেলিলে ডুবিবেক সাগরভিতর।
দৈবে লক্ষ্মন মরিবেক শেল বাজেছে বুকে
রাম তপস্বী মরিবেক লক্ষ্মনের শোকে।
এইমতে মরিলে লক্ষ্মন মারিবারে পারি
তোমাদুই ভাইরে দিব কনকলঙ্কাপুরী।
রাবনের আজ্ঞায় পুর্ব্ব দিগ প্রকাশ করিল
তাহা দেখি হনুমান তরাস পাইল।
মাতায় পর্ব্বত আছে ষাঠি হাজার যোজন
লেঙটিয়া ওদয় গিরি করিল গমন।
হনুমান বলেন সুর্য্য শুন কিছু বলি
গুরুজ্ঞানে তোমার তরে করিলাম মিয়লি।
লক্ষ্মন বীর পড়িয়াছেন রাবনের শেলে
পড়িয়া আছেন লক্ষ্মন ঠাকুর এক প্রহর বেলে।
কালনিমা মারিয়া যখন করিলাম শকতি
তখন হইয়াছিল দশ দণ্ড রাতি।
যখন গন্ধর্ব্ব মারিলাম তিন কোটি
বড় রাত্রি তখন হইয়াছিল সপ্ত ঘটি।

টুটিয়া থাকে রাত্রি হইবেক দ্বিতীয় প্রহর
তবে কেন উদয় করিলে ভানু ভাস্কর।
আপনার বংশে মরিবেক রাম দিনপতি
শিষ্যের বচনে গোঁসাঞি কর অবগতি।
লক্ষ্মণ ঠাকুর পড়িয়াছেন ময়দানবের শেলে
তবে জীবেন লক্ষ্মণ ঔষধি লইয়া গেলে।
লক্ষ্মণের মরণে মরিবেন কমললোচন
রামের মরণে তোমার বংশ নিপাতন।
তোমার বংশে কাতর বড় আছেন শ্রীরাম
ক্ষণেক কশ্যপনন্দন করহ বিশ্রাম।
যাবৎ ঔষধি দিয়া না জীয়াই লক্ষ্মণ
ক্ষণেক বিশ্রাম কর বিরিঞ্চি নারায়ণ।
অশেষ প্রকারে বলেন সূর্য্য নাহি ধীরে
উঠিতেং সূর্য্য গেল অনেক দূরে।
যত বলে হনুমান না শুনে দিবাকর
সূর্য্যের উদয় দেখিয়া কুপিল অন্তর।
যত বলি সূর্য্য বেটা না শুনে কিছু বলে
হেন সূর্য্য আছে কেন গগনমণ্ডলে।

কুপিল হনুমান ঠাকুর মহাবলে বলী
রথে হইতে সূর্য্য ধরি থুইল কক্ষতলি।
বন্দি হইল সূর্য্য হনুমানের কাঁকতলে
মরিলাম২ তখন সূর্য্য দেব বলে।
সূর্য্য বান্ধিয়া লইয়া যায়েত আকাশে
অন্তরীক্ষে দেবগন বাখানে বিশেষে।
শরাগোটা হেন দেখে সকল সং-সার
মাতায় পর্ব্বত করিয়া সাগর হইল পার।
পর্ব্বতের রক্ষক দিল দুই লক্ষ বানর
যোড়হাতে রহিল বীর শ্রীরামের গোচর।
হনুমান বলেন শুন কমললোচন
পর্ব্বত আনিলাম গোসাঞি অদ্ভুত কথন।
তপস্বির বেশে কালনিমা মায়ার পুত্তলি
কুম্ভীরিনী মারিয়া মুক্ত করিলাম গন্ধকালী।
তিন কোটি গন্ধর্ব্ব মারিলাম বিস্তর করি রন
কোপ না করিহ রঘুনাথ বিলম্ব এতক্ষন।
কাহা হইতে না পাইলাম ওষধির ওত্তর
সমূলে আনিলাম গোসাঞি পর্ব্বতশেখর।

পর্ব্বতগোটা আনিলাম তোমার বলের তেজে
আপনি ঔষধি আনুক সুষেন বেজে।
রাম বলেন সুষেন তুমি ওঠহ আপনি
ঔষধিগাছ চিনিয়া লহ বিশল্যকরণী।
রামের আজ্ঞা পাইয়া সুষেন পর্ব্বত বাহে
যত দুর যায় পর্ব্বত ওর নাহি পায়ে।
নয় শৃঙ্গ ধরে পর্ব্বত অদ্ভুত নির্ম্মান
প্রথম শৃঙ্গে দেখে মহাদেবের স্থান।
তার উপর দেখে উত্তম সরোবর
তিন যোজন কুম্ভীরিনী পাড়ের উপর।
তার উপর শৃঙ্গে দেখে তিন কোটি গন্ধর্ব্ব
হনুমান সভাকার চূর করিল গর্ব্ব।
আর পাঁচ শৃঙ্গে দেখে শাল পিয়াল
সিংহ ব্যাঘ্র মহিষ গণ্ডার পালে পাল।
তার উপর শৃঙ্গে দেখে খরস্রোত নদী
নদীর দুই কূলে আছে মহৎ ঔষধি।

ওষধের গন্ধে মরার নেওটে জীবন
তেকারনে পর্ব্বতের নাম গন্ধমাদন।
ধন্য২ হনুমানের ধন্য জীবন
তোমার যশ ঘুষিবেক এ তিন ভুবন।
এত বলি হনুমানেরে করিল বাখান
ওষধিগাছ ধরিয়া বেজ দিল এক টান।
ওষধি লইয়া সুষেন নামিল ভূমি তলে
আপনি বাঁটিল ওষধি ওভ করি শিলে।
ডাহিন হাতে তুলিলেন অমৃত অঙ্গুলি
ওষধি ধরিয়া স্মরে বাপ ধন্নন্তরি।
লক্ষ্মনের নাকে দিল সুঙ্গিবার তরে
ওষধির ঘ্রান গেল লক্ষ্মন ওদরে।
নাড়ি২ সঞ্চারিল ওষধির ঘ্রান
মরিয়া ছিল লক্ষ্মন ঠাকুর বাহুড়িল প্রান।
ভাঙ্গিল পাঁজর কাঠি কাপে লাগে যোড়া
মরিয়াছিল লক্ষ্মনের পড়িয়া গেল শাড়া।
চক্ষু মেলিয়া লক্ষ্মন রামপানে চায়
ধিরে২ ওঠিয়া লক্ষ্মন কথা বার্ত্তা কয়।

দাণ্ডাইল লক্ষ্মন বীর পর্ব্বতের চূড়া
হরিষে রামের চক্ষে পড়ে লোহের ধারা।
লক্ষ্মন২ বলিয়া রাম হইল ওতরোল
হিয়ার ওপর দাণ্ডাও ভাই ধরিয়া দেহ কোল।
লক্ষ্মনেরে কোল দিয়া রাম নাহিক এড়ে
মুক্তার গাঁথনি যেন চক্ষের জল পড়ে।
সুগ্রীব লক্ষ্মনে দুই জনে কোলাকুলি
চারি দিগে বানরগন করে পুটাঞ্জুলি।
যে শুনে শক্তিশেল হইয়া এক মতি
এইমত সংশয়স্থলে পায় অব্যাহতি।
লক্ষ্মন ঠাকুর দড় হইল পর্ব্বতশাখা ভাঙ্গে
ফল ফুল দাঁদুড়িতে বানর সব লাগে।
ফল খায় ফুল খায় না রহে গাছের পাতা
মধুর গন্ধে টানিয়া খায় ছিণ্ডি সব লতা।
ফল ফুল খাইয়া বানর ডাগর হৈল পেট
নড়িতে চড়িতে নারে মুখ করিল হেট।
কত সেনাপতি গেল রামের বিদ্যমান
পর্ব্বতগোটা থুইয়া আসুক বীর হনুমান।

দেবমূর্ত্তি পর্ব্বত দেবের উপভোগ
পর্ব্বত নহিলে দেবের ঠাঁই পাবে অনুযোগ।
রাম ডাকিয়া বলেন শুন পবননন্দন
পর্ব্বতগোটা থুইয়া আইস পবনগমন।
যে২ বানর প্রামানিক বাখানি কুলে শীলে
তাহারে বন্দিলেন বীর যাত্রার কালে।
রাম লক্ষ্মন সুগ্রীব করিল প্রনাম
মাতায় পর্ব্বত আকাশে উঠিল হনুমান।
মাতায় পর্ব্বত হনুমান যায় অন্তরীক্ষে
লঙ্কায় থাকিয়া তাহা রাবন রাজা দেখে।
ছত্রিশ কোটি রাবনের প্রবীন সেনাপতি
তাহা সভারে রাবন দিলেক আরতি।
মাতায় পর্ব্বত আসে যায় টুটিয়াছে বল
এই বেলা মারিয়া পাড় হনুমান বানর।
তালজঙ্ঘ ঘোরজঙ্ঘ সিংহ বদন
হস্তীকর্ন চূর্নকর্ন তাম্রলোচন।
উল্কামুখ বাক্য ছলে গহন গভীর
রাবনের আজ্ঞায় চলিল সাত বীর।

নানা অস্ত্র সাত বীর পুরিল সন্ধান
সভে বলে আমি মারিব হনুমান।
হাতে অস্ত্র সাত বীর ধায় রড়ারড়ি
হনুমান মারিতে সাত বীরের হুড়াহুড়ি।
বারে২ পলাইয়া যাহ রন নাহি সহি
সাত বীরের ঠাঁই পড়িলে তোর জীবন কহি।
হাত পা নাড়িতে নার হইয়াছ বন্দি
কেমতে যুঝিবে বানর এই তোমার বিন্দি।
মাতার পর্ব্বত করিয়া বানরা করিস গমন
দেবতা গন্ধর্ব্ব না চিনিস এক জন।
হনুমান বলে মোরে দেবতা কৌতুকি
রাক্ষসমূর্ত্তি ধরিয়া পাড়িছ ডাবকি।
সাত বীরের কাথ থাকুক ত্রিভুবন রোষে
শ্রীরামের প্রসাদে মারি চক্ষুর নিমেষে।
নানা অস্ত্র রাক্ষস ফেলে মুরবীরে
মাতায় পর্ব্বত বীর যুঝে পবনের ভরে।

হাত নাহি নাড়ে বীর পা নাহি নাড়ে
গুড়াপাকে সাত বীরকে জড়ায় লেঙ্গুড়ে।
হাতভরে ধরিয়া মারিল আছাড়
মাতার খুলি ভাঙ্গিয়া সভার চুর্ণ হইল হাড়।
নড়িতে চড়িতে নারে রাক্ষস করে ছটফটি
অনেক যত্নে রাক্ষস এড়াইল একগুটি।
তালজঙ্ঘ রাক্ষসা পলায় তরাসে
রাবনেরে বার্ত্তা কহে গিয়া ঊর্দ্ধ শ্বাসে।
বানর নহে হনুমান কোন অবতার
সাত বীর গেলায় সভে আমার নিস্তার।
হাত নাহি নাড়ে বীর পর্ব্বত নাহি নড়ে
পাক দিয়া সাত বীরে জড়ালে লেঙ্গুড়ে।
লেঙ্গুড়ে জড়াইয়া পাক মারিল আছাড়
মাতার খুলি ভাঙ্গিল আর চর্ণ হইল হাড়।
লেজে কামড়াইয়া ছটফটাই অনেক শকতি
তোমার বাপের পুন্যে আমার অব্যাহতি।
লেজের বন্ধন এড়াইতে দিলায় এক টান
টানের ঘায় দেখ আমার বোঁচা নাক কান।

বার্ত্তা কহে রাক্ষসা গুলিঽ চাহে
তোমার মনে হেথা পাছে লেঙ্গুড়ে জড়ায়ে।
শুনিয়া রাবন রাজার উড়িল পরান
পুরী মজাইল মোর বানরা হনুমান।
হনুমান দেব দানব নহে গন্ধর্ব্ব বিদ্যাধির
ডাক দিয়া হনুমানে বাখানে বিস্তর।
অন্তরীক্ষে শুনিল বীর পুসংশা বচন
পর্ব্বত লইয়া থুইল বীর গন্ধমাদন।
সর্ব্ব লোকে বলে মোরে বীর হনুমান
মোর ঠাঁই গন্ধর্ব্বগুলা হারাইল পরান।
যে ওষধে বাঁচিলেন ঠাকুর লক্ষ্মন
সেই মহৌষধি চিনিয়াছে পবননন্দন।
দুই হাতে কচালিয়া ওষধি করিল গুঁড়া
রক্তে গুলিয়া গন্ধর্ব্বের গায় দিল চড়া।
গন্ধর্ব্বগুলা জীয়া উঠে হনুমানের কারন
খেদাড়িয়া লইয়া যায় পবননন্দন।
লাফ দিয়া হনুমান উঠিল আকাশে
গন্ধর্ব্বের জীবন রহিল কীর্ত্তিবাসে।

সাগর পার হইল বীর যেন খালিজুলি
রাত্রের ভিতর পর্ব্বত থুইয়া আইল মহাবলী।
শত্রু মারিয়া কার্য্য সাধিয়া আইল হনুমান
রঘুনাথের ঠাঁই বিস্তর পাইল সম্মান।
বানর লইয়া বসিয়াছেন রঘুবংশের নাথ
রামের নিকটে হনুমান যোড় করিল হাত।
সহজে হনুমান ঠাকুর থাকেন পুটাঞ্জলি
সূর্য্যের উদয় রাম দেখেন কক্ষতলি।
রাম বলেন ওহে বাপু পবননন্দন
তোমার শরীরে দেখি রবির কিরণ।
হনুমান বলে গোঁসাঞি কর অবগতি
ঔষধি আনিতে আমি গেলাম রাতারাতি।
কাহার হইতে না পাইলাম ঔষধি উত্তর
তাতে মনে উপাড়িলাম পর্ব্বতশেখর।
মাতায় পর্ব্বত করিয়া যেই উঠিলাম আকাশ
রাত্রি থাকিতে হইল সূর্য্যের প্রকাশ।
মাতায় পর্ব্বত করি আমি গেলাম সূর্য্যের ঠাঁই
যোড়হাত করি বিস্তর কহিনু গোঁসাঞি।

তোমার বংশে কাতর আছেন রাজা৩ শ্রীরাম
ক্ষনেক কশ্যপনন্দন করহ বিশ্রাম।
যাবৎ না জীয়াই আমি ঠাকুর লক্ষ্মণ
ক্ষনেক বিশ্রাম কর বিরিঞ্চি নারায়ন।
যতেক বলিলাম না শুনে দিনপতি
ধরিয়া আনেছি সূর্য্য না পোহায় রাতি।
রাম বলেন তোমার বোলে আমার চমৎকার
তেঁই না পোহায় রাত্রি না ঘুচে অন্ধকার।
সূর্য্যের উদয় হইলে সংসার প্রকাশ
এড়িয়া দেহ সূর্য্য দেব উঠেন আকাশ।
রাম বলেন সূর্য্য ছাড় পবননন্দন
যতেক বানরের কর চরন বন্দন।
রামের বচনে বীর তোলে দুই হাত
অন্তরীক্ষে বাহির হইল জগতের নাথ।
উদয়সময় হইল সূর্য্যের কিরন
ডাক দিয়া বন্দেন রাম সূর্য্যের চরন।
আকাশগমনে সূর্য্য গেলেন উদয়গিরি
সূর্য্যের কির নহইল পোহাইল সর্ব্বরী।

রজনী প্রভাত হইল প্রত্যুষ বেহানে
প্রনাপ্রনা তবে হনুমানেরে বাখানে।
রাম বলেন তোমার বোলে আমার চমৎকার
প্রসাদ দিতে প্রসাদ নাহি পারি তব ধার।
এক প্রসাদ দিতে পারি লহ আলিঙ্গন
হনুমানে কোল দিল শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
আমাভক্ত বানর তুমি পরমসুস্থির
তোমায় আমায় ভেদ নাহি একই শরীর।
বারমাসিয়া ফল ছিল সুগ্রীবের পাশে
রাজপ্রসাদ দিল তারে যত মনে আইসে।
পাকা দাড়িম্ব দিল বিদারিয়া মঞ্জি
বড় বড় নারিকেল দিল সাত লক্ষ কান্দি।
হাঁড়িয়া২ তাল দিল খাইতে মধুর
অমৃতসমান দিল সুমিষ্ট খাজুর।
নিরাংস আম্র দিল খাইতে রসাল
এক বিঘত কোষ তার দিলেক কাঁঠাল।
নানাবর্ণে ফল দিল পিয়াল বর্ণে রাঙ্গা
মধু পিয়ার তরে দিলেন আসি হাজার ভোঙ্গা

সেই সব ভোগীর ভাই কি কব বাখান
পঁচাইশ বন্ধে যেন ঘর একখান।
রাজপ্রসাদ দ্রব্য যত পাইল হনুমান
পরমানিক বুঝিয়া তার কত করিল দান।
আর কত দিয়া বীর বোঝারিরে তোষে
হনুমানের বিক্রম রচিল কীর্ত্তিবাসে।

পর্ব্বত থুইয়া আইল যদি পবননন্দন
রাবন মারিতে মন্ত্রনা করিছে বানরগন।
রাত্রি প্রভাত হইল বানরের রড়ারড়ি
লক্ষ্মনে দেখিতে বানরের হুড়াহুড়ি।
লক্ষ্মনেরে মাতা নোয়ায় সকল বানর
রামপানে চাহিয়া কিছু করেন উত্তর।
ধিরে২ বলেন লক্ষ্মন বড় বলিতে নারে
তবুত রাবন থুইয়াছ কার তরে।
কালি আজ্ঞা করিলা মারিবে লঙ্কেশ্বর
বোল মিথ্যা যায় কেন না হও সত্বর।

সন্ধান পূরিয়া ওঠেন রাম লক্ষ্মনের বোলে
লঙ্কা ওলিষ্টতে চাহে বানরের রোলে।
ডাক দিয়া বানরকটক অহঙ্কারে বোলে
দূরে থাকিয়া রাবন শুনিয়া কোপে জ্বলে।
কোপে রাবন বাহির হইল স্বাজন রথে
ইন্দ্রের ধনুক জিনি ধনুক বান হাতে।
অষ্ট ঘোড়া বহে রথ পবনগমন
মানুষের মাতা যেন ঘোড়ার বদন।
চারি চাকা রথখান অষ্ট ঘোড়া বহে
কনকরচিত রথ ত্রিভুবন মোহে।
হেন রথে চড়ি বান বরিষে রাবন
চতুর্দ্দিগ চাপিয়া যেন মেঘের গর্জ্জন।
শব্দ পাইয়া লক্ষ্মন বলেন ধিরে২
এতেক বলেন যদি সুমিত্রাকুমারে।
লক্ষ্মনের বোলে বানর জয়জয়কার
আজি রাবন রাজাকে করিব সংহার।
গাছ পাতর লয় কেহ পর্ব্বত ওপাড়ি
মৃগপতি সব যেন লইল মৃগ ধাড়ি।

চন্দনের গাছ যেন বেড়ে কাল সাপে
রাবনের বিক্রম দেখিয়া ত্রিভুবন কাঁপে।
চারি দিগে বানর ঘেরে মধ্যেতে রাবন
সভারে এড়িয়া রাবন নিরীক্ষে লক্ষ্মন।
বারেবারে মারি বেটার নাহিক মরন
আজিকার যুদ্ধে পাড়ি যমের কারন।
কুপিল লক্ষ্মন বীর ধনুকে দিল চর
বানবৃষ্টি করেন তখন রাবনের উপর।
লক্ষ্মনের বান সহিয়া রাবন মারে বান
লক্ষ্মন পাছে করিয়া রাম পুরিল সন্ধান।
রাম বলেন লক্ষ্মন ভাই হও এক পাশ
যাবৎ রাবন আমি করিত বিনাশ।
রাম বলেন সহায় যদি হয় হর পার্ব্বতী
তবু মারিব রাবন নাহি অব্যাহতি।
চতুর্দ্দশ যম যদি সহায় আসি হয়
তবত মারিব রাবন কহিনু নিশ্চয়।

সুগ্রীব অঙ্গদ শুন লক্ষ্মন ওরে ভাই
প্রান লইয়া দুচ তোমরা যাও এক ঠাঁই।
আজিকার দিন অমি যারে পাব হেথা
শত্রু বিপক্ষ পাইলে কাটিব তার মাতা।
রাজ্য ছাড়িয়া যদি আইসে ভরত ভাই
আজিকার যুদ্ধে পাইলে তার এড়ান নাই।
এত বলি রঘুনাথ ওল্টি চাহে রনে
রাবন বলে প্রান রাম দিলা আমার বানে।
বংশসহিতে সূর্য্য যদি করে রন
তবুও মারিব আজি শ্রীরাম লক্ষ্মন।
যত বিদ্যা পড়িয়াছে আমি ভাল জানি
আজি বানে শুষিব যত সাগিরের পানি।
আজি বই কালি রাম না করিহ রন
কত কাল মানুষের সঙ্গে যুঝিবে রাবন।
রাম বলেন রাবন তুই করিলি অঙ্গীকার
আজি বই যুদ্ধ তুই না করিস আর।
এতেক গালাগালি হইল রাম আর রাবনে
রন দেখিতে আইলেন যত দেবগনে।

হংস বাহনে আইল ব্রহ্মা জগতের কর্ত্তা
বলদ বাহনে মহাদেব কান্ধে সাপের পৈতা।
সিংহ বাহনে আইলেন দেবীত পার্ব্বতী
মুষিক বাহনে আইলেন দেব গণপতি।
ময়ুর বাহনে কার্ত্তিক আইলেন হরের সন্তুতি
ঐরাবত বাহনে আইল দেব সুরপতি।
দেবির সিংহ দেখি ঐরাবতে লাগে ডর
সভামধ্যে লজ্জা পাইল দেব পুরন্দর।
ছাগল বাহনে আইলেন দেব হুতাশন
হরিন বাহনে আইলেন দেবতা পবন।
মনুষ্যপৃষ্ঠে কুবের ধনের অধিকারী
সর্প বাহনে আইলেন শিবের ঝিয়ারী।
লোভ সম্বরিয়া বসিল গরুড় পক্ষী
নাগলোক বেষ্টিত বসিল বাসুকি।
মহিষ বাহনে যম আইল কাল দণ্ডধারী
মকর বাহনে বরুণ জলের অধিকারী।
বিড়াল বাহনে ষষ্ঠী আইলেন পরম কৌতুকে
হাতে যন্ত্র সরস্বতী আরোহন কাকে।

এক স্থলে বসিল তথা বিড়াল ওন্দুর
কৌতুকেতে কেলি করে সর্প ময়ুর ॥
ভক্ষ্য ভক্ষক তারা বসিল সকল
বৃহ্মার সাক্ষাতে তারা না করে কোন্দল।
শ্রীরাম বলেন সকল দেবের অভিলাষ
সকল দেব চিন্তেন রাবন হওক বিনাশ।
রামের কল্যান চিন্তেন যত দেবগন
দুর্জ্জয় রন বাজে এখন রাম আর রাবন।
দশ হাতে ধনুক রাবনের দশ হাতে বান
রঘুনাথের ওপর রাবন পুরিল সন্ধান।
পৃথমে বান এড়ে রাবন যেন চন্দ্রকাল
রামের পাদ বন্দিয়া চলিল পাতাল।
দেবগন ওপহাসা পৃথমকার রনে
রন সম্বরিয়া রাম শূচীমুখ হানে।
রাখী দেখি বানগোটা যেন যমকাল
রাবনের বুকে বিন্ধি সাম্ভায় পাতাল।
ব্যথা পাইয়া রাবন মুদিল কুড়ি আঁখি
পরিত্রাহি রাবন রাজা দশ মুখে ডাকি।

এবেত জানিনু রন জানেত মানুষে
আজি বুঝিব রাম রহিস আমার পাশে।
এতেক বলিয়া ধনুক টঙ্কারে রাবন
শ্রীরামের ওপরে করে বান বরিষন।
ভুজঙ্গ বানে রাম সিংহ বান কাটে
রাবনের বুক বিন্ধিয়া গায়ে বান ফুটে।
শম্ভু অস্ত্র এড়েন রাম দুর্জ্জয় পরিপাটি
রাবনের রথধ্বজা রামের বানে কাটি।
ধ্বজা কাটা গেল রথ হৈল নাড়ামুড়া
অন্তরীক্ষে সারথি চালায় অষ্ট ঘোড়া।
রাবন দেহালে রাম মেলিয়া দুই আঁখি
ভূমিতলে রামচন্দ্র ওপরে রাবন থাকি।
ওপরে থাকিয়া করে বান বরিষনে
ধরাধায় রাবন রাজা শ্রীরামেরে হানে।
আকাশে মন্ত্রনা করে যত দেবগন
ইন্দ্র চন্দ্র সুর্য্য আদি যত সিদ্ধগন।

সভে মেলিয়া গেল তবে ব্রহ্মার সদন
ব্রহ্মারে সকল দেব করে নিবেদন।
রাবন রাজা রথে যুঝে রাম ভূমিতলে
দেব দানব অসুখ করে গগনমণ্ডলে।
আজিকার যুদ্ধে রাবন রনস্থানে
ব্রহ্মার ঠাঁই দেবগন করে নিবেদনে।
ব্রহ্মার ঠাঁই ইন্দ্র গিয়া কহিল সত্বরে
আজি রাম সংহার করিবেন লঙ্কেশ্বরে।
শ্রীরামের দুঃখ আমি দেখিতে না পারি
কি করিব আজ্ঞা কর সৃষ্টির অধিকারী।
দুর্ব্বাদলশ্যাম রাম তিতিল রক্তে
অশোক কিংশুক যেন ফুটিল বসন্তে।
শুনিয়া ইন্দ্রের বাক্য বলেন প্রজাপতি
আপনি পাঠাও রথ মাতুলি সারথি।
ব্রহ্মার বচন শুনি দেব পুরন্দর
মাতুলির তরে ডাক পাড়িল সত্বর।
ইন্দ্রের ডাকে তখন আইল মাতুলি
ইন্দ্র দেবরাজ তবে তার তরে বলি।

ইন্দ্র বলে মাতুলি তুমি ভাগ্যবান
পৃষ্ঠে করি রথ গিয়া রাম ভগবান।
আমার সানা টোপর তাহার দেহ মাতে
আমার ধনুক বান দেহ রামের হাতে।
এই শেলপাট থুইও আপনার স্থান
বিস্ময়সময় যেন রাম পুরেন সন্ধান।
রাম দেখি পাছে কর মানুষ গেয়ান
অজয় বিনাশী রাম সভার পুধান।
ইন্দ্রের বচনে তখন চলিল মাতুলি
রথ সাজিয়া তখন আইসেন রনস্থলী।
ব্রহ্মার ঠাঁই দেবগন করিয়া গোচর
সাজিয়া পাঠায় রথ দেব পুরন্দর।
রথের গতি যেন পবনগমন
রাঙ্গা ঘোটে সাজিল যেন অস্তগান।
কনকরচিত রথ বাজয়ে কিঙ্কিনী
ত্রিভুবন জিনিয়াত রথের সাজনি।
রত্নে নির্ম্মিত ধ্বজা পতকার সারি
রথ লইয়া মাতুলি আইসে ত্বরাতরি।

দুই কটকে বাজে রন রাম রাবনে
হেনকালে মাতুলি আইসে রনস্থানে।
স্বর্গ হইতে আইল রথ পড়িছে বিজুলি
রথ লইয়া যাত্রা নোয়ায় সারথি মতুলি।
হাতের নাকড়ি এড়ে ঘোড়ার কড়িয়ালি
রামের আগে বার্ত্তা কহে করি কৃতাঞ্জলি।
রনস্থলে রথ দেখি রামের বিস্ময়
যোড় হাতে মাতুলি করিছে পরিচয়।
ইন্দ্রের রথ এই সারথি মাতুলি
রথে চড় রাবন মার বলে মহাবলী।
ইন্দ্র পাঠাইয়া দিল অজয় শেল বান
ইন্দ্র পাঠাইল রথ বিচিত্র নির্ম্মান।
ইন্দ্র পাঠাইয়া দিল অজয় ধনুঃ শর
ইন্দ্র পাঠাইয়া দিল সানা টোপর।
রথে চড়িয়া রাবন মার দেবের কর হিত
ত্রিভুবনে থাকুক তোমার গাইবার গীত।
মাতুলির বচনে রাম রাবনপানে চাই
সভে মেলি বলিছে রঘুনাথের ঠাঁই।

কোনখানে ছিল রথ আইল আচম্বিতে
মায়ারথ রাবন পাঠায় হেন লয় চিত্তে।
রাম লক্ষ্মন সুগ্রীব রাক্ষস বিভীষন
আচম্বিতে রথ দেখি চমকিৎ মন।
সুষেন জাম্বুবান কুমুদ বানর কেশরী
অঙ্গদ হনুমান তারা করে ঠারাঠারি।
কোথাকার ইন্দ্রের রথ কোথাকার মাতুলি
রাবন পাঠাইল রথ মায়ার পুতুলি।
রাম মহাবল জিনিতে নারে দশকন্ধ
রথে তুলিয়া লঙ্কায় লবে করেছে প্রবন্ধ।
রথেতে চড়িয়া গোসাঞি নাই প্রয়োজন
লঙ্কার ভিতর গেলে তথা বেড়িবে অনেক জন।
মাতুলি চিন্তিত হইল বানরের বচনে
স্বর্গবাস ত্যজিয়া আমি আইলাম কিকারনে।
রাম বলেন সুগ্রীব মিত্র মন্ত্রী জাম্বুবান
বিভীষন আনিয়া তোমরা চিন রথখান।
সকল বানরে গিয়া আনে বিভীষন
রথখান চিনহ জান লঙ্কার বিবরন।

রথ আইল রণমাঝে সহস্রেক ঘণ্টা বাজে
বাজে নানা দেবের বাজন
নানা রত্ন চারিভিত রথ আইল আচম্বিত
চমকিত হইল বানরগণ।
স্বর্ণ কলস চারি কোনে রণজাঠা মাঝখানে
চারিভিতে সোনার আঁকুড়া
রথের অষ্টখান চাকা ঘোল ঘোলখানি ঢেকা
বায়ুর গতি চলে অষ্ট ঘোড়া।
যখন ওড়ে ঘোড়ার বাগ ঘোড়ার না পায় লাগ
ঘোড়ার মুখে সোনার কড়িয়ালি
স্বর্গ হইতে আইল রথ আগু চাইল দেবের পথ
মেঘে যেন পড়িছে বিজুলি।
হিরামুখ লাগে রথে নানা অস্ত্র আছে তাতে
দুই খাঁড়া রথের উপরে
খাঁড়া জাঠি খরসান বিচিত্র ধনুক বান
মুদ্গর মুষল চয়ক্করে।
মনি মানিক্ক চারিভিতে পুবাল মুকুতা তাতে
ধ্বজা পতাকা সারিসারি

রাম লক্ষ্মন বিভীষন   সুগ্রীব বানরগন
দেখিয়া মনেতে বিস্ময় করি।
একটি সারথি রথে   সোনার নাকড়ি হাতে
নানা অলঙ্কারেতে ভূষিতে
চড়িয়া বিচিত্র রথে   রহিল রামের আগেতে
শুন রাম জগতে পূজিত।
রাবন রথে তুমি ক্ষিতি   দেখিয়াত সুরপতি
রথ পাঠাইলেন স্বরাতরি
লাফ দিয়া রথে চড়   রাবন রাজাকে মার
মনে বিস্ময় না ভাব মুরারি।
সোনা টোপর অভরন   গায়ে পরিয়া কর রন
ইন্দ্রের লইয়া ধনুক বান
মাতলি আমা জানি   সব লোকে আমা চিনি
কেন গোসাঞি মনে চিন্ত আন।
রাম বলেন বিভীষন   প্রতীত না হয় মন
কাহার রথ দেখাত আকাশে
বিভীষন বলেন জানি ইন্দ্রের রথ আমি চিনি
নাচাড়ি রচিল কীর্ত্তিবাসে।

রাম বলেন সত্য মিথ্যা করহ বিচার
কোথা হইতে আইল রথ ত্রিভুবনের সার।
বিভীষণ বলেন প্রভু দেবের সদন
মায়ারথ নহে গোসাঞি জানে বিভীষণ।
দশ হাজার নিজ রথ রাবণের ঘরে
ভালমতে জানি নহে তাহার মাঝারে।
বিভীষণ বলেন গোঁসাঞি জানিনু সকল
স্বরূপে রথ পাঠাইল দেব পুরন্দর।
রাবণের যত মায়া সকল আমি জানি
স্বরূপে ইন্দ্রের রথ চড়হ আপনি।
ইন্দ্রের রথ এই সারথি মাতলি
রথে চড় রাবণ মার বলে মহাবলী।
কিছু বিস্ময় গোঁসাঞি না করিহ মনে
ইন্দ্রের রথে চড়ি গোঁসাঞি মারত রাবণে।
রামের আগে সকল কথা কহে বিভীষণ
ঘরসন্ধানে সবান্ধবে মজিল রাবণ :
বিভীষণের বাক্যে রামের ঘুচিল বিস্ময় ·
রথের উপর চড়েন এখন রাম মহাশয়।

রথ যাতুলি রায় করিল প্রদক্ষিন
লাফ দিয়া রথে চড়েন সংগ্রামে প্রবীন।
গায়ে সানা পরেন রায় মাতায় টোপর
ইন্দ্রের বেশ ধরিল রায় হাতে ধনুঃশর।
রথে চড়ি রঘুনাথ পুরিল সন্ধান
দেখিয়াত দেবগন করিছে বাখান।
ডাক দিয়া রায়েরে বলিছে দেবগন
দেবে রক্ষা কর গোঁসাঞি মারিয়া রাবন।
রথের ওপর রঘুনাথ দেবের বোল শুনে
সারথিরে রথ চালাইতে বলেন ততক্ষনে।
রথের দোড়ায় সারথি মারে নাকড়ির সাট
পবনবেগে যায় ঘোড়া সংগ্রামের বাট।
সারথি চালায় রথ ভুমি নাহি দেখে
রথের ধুলা লাগে গিয়া রাবনের মুখে।
চিন্তিত রাবন মনে রথ দেখিয়া গনে
রাবনের চিন্তা দেখিয়া রাম হরিষ মনে।

ইন্দ্রের মাতুলি রাবণ দেখে রণস্থলে
সাহস গেল রাবনের টুটিয়া আইসে বলে।
ইন্দ্রের রথ চিনে তখন রাজা লঙ্কেশ্বর
মানুষের সহায় হইল দেব পুরন্দর।
এতেক বলিতে শুনে সারথি মাতুলি
দুই ওষ্ঠ মেলিয়া রাবনে পাড়ে গালি।
মাতুলি ডাকিয়া বলে শুন রে রাবণ
দেবতার দ্বেষ কর নিকট মরন।
তবুত পাপিষ্ঠ চাহ দেব হিংসিবারে
এখনি যাইবে তুমি যমের দুয়ারে।
রাবন বলে মাতুলি তোর এত অহংকার
আমার ডরে পলাইয়া বেড়ালি কতবার।
মাতুলি বলে যখন পৃষ্ঠে বহিতাম পুরন্দর
তখন তোরে ডরাইতাম শুন লঙ্কেশ্বর।
এখন আমার পৃষ্ঠে রাম অধিকারী
তোহেন কোটি রাবন কি করিতে পারি।
মাতুলির বচন শুনি কুপিল রাবণ
মাতুলির উপরে করে বান বরিষণ।

কষিল মাতুলি রথ পাছে নাহি চায়
রথের ঘোড়া চাপাইয়া দিল রাবনের গায়।
কোপেতে রাবন যারে দোহাতিয়া বাড়ি
অর্জুর ইন্দ্রের ঘোড়া যুগে ভাঙ্গে নালি।
দেখিয়াত রাম করেন বান বরিষন
রাবনের যত অস্ত্র করেন নিবারন।
আরবার যুদ্ধ হইল রাম রাবনে
বানেবানে কাটাকাটি উঠিল গগনে।
দুই রাজায় রন লাগিল বানের ঝঙ্কুলি
আকাশে দোঁহার বান করে হানাহানি।
দেব অস্ত্রে গন্ধর্ব্ব অস্ত্রে দোঁহার অবতার
দুই অস্ত্রে কাটাকাটি করে মহামার।
রাক্ষস অস্ত্র রাবন রাজা করে অবতার
দেব অস্ত্রে রাম রাজা করিল সংহার।
হেনবেলা রাবন করে বান অবতার
তিন লক্ষ বান এড়ে সর্পের আকার।
অনন্ত বাসুকি বান এড়ে লঙ্কেশ্বরে
নানা মূর্ত্তি ধরে বান সর্প উগারে।

সর্প বান এড়ে বেটা দুর্জ্জয় প্রতাপ
পৃথিবী ছাইল গিয়া সকল হইল সাপ।
তাল খাজুর ওপরে যেন পড়িল বাহ্নুনা
রাবনের বানে রাম পাসরে আপনা।
সর্প বান দেখিয়া রামে লাগিল তরাস
আরবার ঘুচিল বন্ধন নাগপাশ।
নাগপাশ বানের রাম পাইয়াছেন সন্ধান
মন্ত্র পড়িয়া রঘুনাথ এড়িল গরুড় বান।
শ্রীরাম এড়েন বান নামে পক্ষপতি
সোনার গরুড় হইল দেখিয়া করে স্তুতি।
গরুড় বান হইয়া পক্ষী আকাশে ওঠি বুলে
রাবনের সর্প বান ধরিয়া২ গেলে।
সর্প বান ব্যর্থ হইল কুপিল রাবন
শ্রীরাম ওপরে করে বান বরিষন।
বানযুদ্ধে রামের তরে না পারে রাবন
কোন যুদ্ধে জিনিব রাম ভাবে মনেমন।
কোপ করিয়া রাবন রাজা জাঠা লইল হাতে
ত্রিভুবন দেখিয়া কাঁপে রামের তরে ব্যথে।

রাবনের জাঠাগাছ যমের দোষক্ক
ডাক দিয়া বলে রাবন তর্জ্জন ওত্তর।
লক্ষ্মন ভাই রাখিলি রাম বুঝিনু বীরপনা
মোর ঠাঁই পড়িলি আজি ভাই দুই জনা।
ভাই ভাইপোর শোকে পড়িলাম আথান্তরে
তোরে মারি বীর শুধিব তাসভার ওরে।
তোমা মারিতে বজ্র জাঠা এড়িলাম এই রোষে
আগে তোমা মারিয়া লক্ষ্মন মারিব শেষে।
জাঠাগাছ ধরিয়া রাবন করিছে তাজনি
চন্দ্র সুর্য্য ডরে পলায় কাঁপিছে মেদিনী।
এড়িলেক জাঠাগাছ দিয়া হুহুঙ্কার
জাঠাগাছ আইসে যেন অগ্নি অবতার।
মন্ত্র পড়িয়া রাবন জাঠাগাছ এড়ে
যত দুর যায় জাঠা তত দুর পোড়ে।
জাঠাগাছ এড়িয়া রাবন সর্প যেন গর্জ্জে
জাঠাগাছ আসিতে তায় আশি ঘণ্টা বাজে।

গাছের নিকটে গেলে সকল গাছ জ্বলে
আলো করিয়া আইসে জাঠা গগনমণ্ডলে।
দেব দানব গন্ধর্ব্বের লাগে চমৎকার
জাঠা কাটিতে বান রাম এড়েন অপার।
জাঠা কাটিতে রঘুনাথ যত বান এড়ে
জাঠার মুখের অগ্নিতে সকল বান পোড়ে।
রামের বান ঠেলিয়া জাঠা আইসে পবনবেগে
হেনকালে মাতুলি বলে রঘুনাথের আগে।
মাতুলি বলে রঘুনাথ পাসর আপনা
আপনা জান না গোঁসাঞি তুমি কোন জনা।
আপনা না জান গোঁসাঞি তুমি নারায়ন
রাবন বধিয়া প্রভু রাখ ত্রিভুবন।
ইন্দ্র দিয়াছেন গোঁসাঞি অজয় শেলপাট
ঝাট শেল এড় গোঁসাঞি জাঠা যাউক কাট।
শেলপাট এড়িল গোঁসাঞি মাতুলির বোলে
রাবনের দুর্জ্জয় জাঠা কাটিয়া পাড়ে শেলে।
কুপিয়া রাবন বিন্ধে সারথি মাতুলি
জর্জ্জর ইন্দ্রের ঘোড়া মুখে ভাঙ্গে নালি।

ক্রোধে বান এড়েন রাম রাবন নণ্ডভণ্ড
নিরন্তর পোড়ে রাবনের দশ মুণ্ড।
রাবনের রথের ঘোড়া ওঘেড়িয়া পড়ে
রামের বানে রাবনের সর্ব্বাঙ্গ ফোঁড়ে।
সর্ব্বাঙ্গ ফুটিল রাবনের ভিতিল রকতে
অশোক কিংশুক যেন ফুটিল বসন্তে।
আপনা সারিয়া রাবন এড়ে নানা বান
বানে ফুটিয়া রামচন্দ্র হইল খানখান।
বানে ফুটিয়া রামচন্দ্র তবু আগু সরে
রাবনেরে গালি দিতে আপনা পাসরে।
সীতাছেন সতী স্ত্রী হরিয়া আনিস বলে
সেই পাপে মরিবি আজি সংগ্রামের স্থলে।
লক্ষ্মন না ছিল ঘরে সীতা একেশ্বরী
মায়াকপ ধরিয়া তুই সীতা করিলি চুরি।
কুবেরের ভাই হইয়া হরিলি তার রাজ্য
সব স্ত্রী হরিতে তোর মুখে নাহি লাজ।
যদি সীতা আনিতিস মোর বিদ্যমানে
তখনি পাঠাইতাম যম দুয়ারের স্থানে।

বিদ্যমানে না আনিলি করিলি সীতা চুরি
তেকারনে মজিল তোর কনকলঙ্কাপুরী।
অনাথ রাক্ষসগুলা তোরে করিয়া ডর
আপন হেন বাসিস সকল বাসিস পর।
দশ মাতা সাজাইয়াছ নানা অলঙ্কারে
সকল মুণ্ড কাটি আজি বানের চোক ধারে।
কুড়ি চক্ষু পাকল করি তুই চাহিস কেনি
তোর কুড়ি চক্ষু আজি ওপাড়িব আমি।
সবংশে তোরে যদি করিলাম সংহার
তবে নিদ্রা যাইব আমি করিব আহার।
আপনারে ধন্য বাস নিন্দ সর্ব্ব জনা
বীর হইয়া চুরি করিস কিসের বীরপানা।
যত পাপ করিলি তুই সকল হইল ফল
যমদ্বার আজি তোর হইল সুফল।
মোর ঠাঁই রাবণ তুই পড়িলি এতকালে
ত্রিভুবন দেখিবে পড়িবি রনস্থলে।
রাবনেরে গালি দিয়া রামচন্দ্র রোষে
পৃথিবী ছাইয়া রাম বান বরিষে।

চতুর্দ্দিগে বানর ফেলে গাছ পাতর
চারি দিগে চাহে রাবন হইল ফাঁফর।
আয়ুঃশেষ হইল রাবনের নিকট হইল কাল
চতুর্দ্দিগে দেখে রাম বিক্রমে বিশাল।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল দেখে সব রামময়
দেখিয়া রাবন রাজা গনিল বিস্ময়।
মনেমনে চিন্তে এখন রাজাত রাবন
এখন জানিলাম রাম আপনি নারায়ন।
রামের সর্ব্বাঙ্গ রাবন নেহালিয়া দেখে
পর্ব্বত সমুদ্র সাপ দেখে লাক্ষেলাক্ষে।
বান যুড়িতে হাত পা কাঁপে নাহি দেখে চক্ষে
রাবনের মহাত্রাস সারথি তাহা দেখে।
ধনুক ধরিতে নারে হইল অচেতন
রাবন লইয়া সারথি পলায় ততক্ষন।
কত দুর গিয়া রাবন পাইল চেতন
সারথিরে গালি পাড়ে রক্তলোচন।
বৈরির সনে যুঝি সংগ্রামের স্থলে
রথ লইয়া পলাইলি কাহার বোলে।

বল টুটা দেখিলি মোর সংগ্রামে কাতর
অল্প জ্ঞান করিস মোরে না করিস ডর।
রামসনে যোগ করিয়াছিস মোর স্থানে
নির্গুন পুরুষ আমি এই তোর জ্ঞানে।
আমার যদি হিত চিন্তিস করিস উপকার
ঝাট রথ চালাও রাম করি গিয়া সংহার।
রথের সারথি তারে যোড় করে হাত
আমারে কেন ক্রোধ কর রাক্ষসের নাথ।
রনে কাতর দেখি তোমা টুটিলা বিক্রমে
রনস্থানে রথের ঘোড়া তিতিল আপন ঘামে।
সারথি হইয়া যোদ্ধাপতি অশক্ত দেখি
রথ লইয়া পলাইয়া যোদ্ধাপতি রাখি।
রামে তোমায় দুই জনে করিছ সংগ্রাম
তোমা হইতে দশ গুন ফুলিয়া গেল রাম।
রনে ভঙ্গ দিলা তুমি রাম পাইল ছল
রনশূন্যে ফিরাইলে তেঁই বাড়িল বল।
এত হিত চিন্তিলাম তবু হইল বিপরিত
তোমা বই ঠাকুর আর কার চিন্তি হিত।

কোপ না করিহ গোসাঞি হাত করি যোড়া
এই দেখ চালাই আমি রথের অষ্ট ঘোড়া।
ঘোড়ার ওপরে সারথি মারে নাকড়ির সাট
পবনবেগে ধায় ঘোড়া সংগ্রামের বাট।
কনকে রচিত রথ বিজুলির ছটা
রাবন রাজা রথে আইসে ঘোড়ার বাজে ঘন্টা।
রাম বলেন মাতুলি তুমি হও সাবধান
আরবার আইসে রাবন পুরিয়া সন্ধান।
চিন্তিয়া গনিয়া রাবন মরন করিল সার
রথখান চালাও রাবন করি গিয়া সংহার।
ইন্দ্রের মাতুলি সেই সংগ্রামে পণ্ডিত
রথের ঘোড়া চালাইয়া চলিল ত্বরিত।
রাবনের রথ বামে করিয়া চলিল দক্ষিনে
রথের ধূলা ভরিল গিয়া রাজাও রাবনে।
রথের ধূলায় রাবন রাজা হইল ধূষর
শ্রীরামের বানে রাবন হইল জর্জ্জর।
রাবন রাজা রাম বিন্ধে দশগোটা বানে
রথ না আওয়ায় ঘোড়া মুখ না পাতে রনে।

মাতুলি বিন্ধিয়া রাবন করিল জর্জ্জর
রাবনের বানে রাম হইল ফাঁফর।
স্থির হইয়া রাবন রাজা এড়ে নানা বান
রাবনের বানে রাম হইল খানখান।
চক্ষু বুজিয়া ধনুক টানেন দুই জন
দোঁহার বানের আগুনে পোড়ে দুই জন।
রাম রাবনের বানের নাই লেখাযোখা
গায়ের মাংস খসিয়াও পড়ে চাকাচাকা।
আকাশ ভাঙ্গিয়া রনে পড়ে যেন অনুমানি
সমুদ্র উথলে যেন বানের ধ্বনি।
স্বর্গে ইন্দ্র কাঁপিছে পাতালে কাঁপে বলি
রন দেখি দেবগন কাঁপে রনস্থলী।
সাত দিন নাই হয় সূর্য্যের উদয়
চমকিত ত্রিভুবনে পড়িল প্রলয়।
রাম বলেন তুল্য রাম রাবন
উপন্যাস দিতে নাই এ তিন ভুবন।
রাক্ষস বানর সব কেহ নহে স্থির
হনুমান আদি পলায় বড় বড় বীর।

আকাশে থাকিয়া দেবগন ডাকেত্রাহি
ঝাট রাবন মারিয়া রক্ষা করহ গোসাঞি।
বানর সব বলে ঝাট মারহ রাবন
তুমি না মারিলে রাবন মারিবে কোন জন।
বলে সাত পাঁচ তখন রাবন রাজা চিন্তে
গলায় ঘাগুা বান্ধি গেল রামের অগ্যেতে।
রামের চরনে রাবন করে যোড়হাত
আপনি বিষ্ণু রাম তুমি জগতের নাথ।
কর্ম্মদোষে অপরাধি করিলাম তব ঠাঁই
অপরাধি মাগিয়া লইলাম শুন হে গোসাঞি।
সৃষ্টির পালনহেতু তোমার অবতার
রাম রাজা বিনা হইল সকল সংসার।
বংশক্ষয় করিলা আমার লঙ্কার সংহার
সীতা আনিয়া দিই আমি করহ নিস্তার।
অশোকবনে থুইলাম সীতা করিয়া রক্ষন
সেই সীতা লইয়া তোমার পশিনু শরন।

সীতা লইয়া রঘুনাথ যাও নিজ দেশ
লঙ্কায় আসিয়া প্রভু পাইলা বড় ক্লেশ।

দশ মুণ্ডে করে স্তুতি কৃপা কর রঘুপতি
তোমার সঙ্গে করিলাম বিসম্বাদ
মোহে সীতা আনি হরি মজাইলাম লঙ্কাপুরী
রাক্ষসকুলে পাড়িলাম প্রমাদ।
আদি অনন্ত তুমি কেমতে জানিব আমি
কে বুঝিতে পারে তোমার মায়া
ব্রহ্মা আদি দেবগণ সব তোমার সৃজন
বারেক করহ মোরে দয়া।
বুঝিয়া করিলাম রাম অন্তরে জপয়ে নাম
পুলকিত হইল সব অঙ্গ
কুড়ি আঁখি জল ঝরে যেন মেঘে জল ঝরে
শুনিয়া প্রেমেতে তরঙ্গ।
শুনি রাবণের স্তুতি লজ্জিত হইল রঘুপতি
ধনুক বাণ ফেলাইল রথে।

হরষিত দশানন বিষাদিত দেবগন
অন্তরেতে লাগিল চিন্তিতে।
হাতে বানে শ্রীরাম এড়িলেন সংগ্রাম
দেবগন চাহে পাছে আছে
কীর্ত্তিবাস নাচাড়ি ভনে শ্রীরামের স্মরনে
শুনিলে ভকতি রস বাড়ে।

সীতারে আনিতে যায় রাজাত রাবন
ধনুক বান ফেলিয়া রাম ভাবেন মনেমন।
রাম বলেন শুন হে ধার্ম্মিক বিভীষন
রাবনের বংশনাশ কেনু অকারন।
এত কালের পর আমার শরন পশিল
আর যুদ্ধ না করিব নিজ দেশে চল।
সীতার তরে কার্য্য কিছু নাহিক আমার
দেশের তরে যাব রন না করিব আর।
রাম বলেন বানরকটক রনে দেহ ক্ষমা
আর রন না করিহ শুন সবর্ব জনা।

নানা রনে ক্লেশ পাইলে লঙ্কার ভিতর
আমারে দেখিয়া দুঃখ পাসর বানর।
বানরকটক লইয়া রাম ভাবেন মনে২
কত দুর গিয়া ছিল্তে হাতাত রাবনে।
স্বর্গদ্বার মুক্ত আমার হইল রামের বানে
সীতারে আনিতে আমি যাই কিকারনে।
আমি স্বর্গে গেলে সীতা লইবেন শ্রীরাম
সীতা নাই দিব আমি করিব সংগ্রাম।
ভালমতে জানি সীতা জনকনন্দিনী
মধুসূদন রাম আমি ভালে জানি।
ভালে জানি রামের হাতে আমার মরন
তবু রামের সীতা না করিব সমর্পন।
এত বলি রনস্থলে আইল রাবন
কুম্ভকর্ণে দেখে দেব নারায়ন।
সফল করিলাম তপ জন্ম জন্মান্তরে
সফল শরীর হরি রাম মোরে মারে।
এই জন্ম সফল হইল অন্তে স্বর্গবাস
রামের দিগে চাহিয়া রাবন পরম উল্লাস

কুড়ি আঁক্ষি মেলিয়া রামের দিগে চাহে
দশ দিগ আলো দেখে সকল রামময়ে।
হাতের ধনুক বান ফেলিয়া ভূমিতলে
পড়ু রাম স্মরণ করি যোড়হাতে বলে।
জানিলাম রামচন্দ্র সংসারের সার
অজয় বিনাশ তুমি পুরুষ নিরাকার।
শুচী মুখ্য জিতেন্দ্রিয় তুমি সত্যবাদী
তোমাকে ঘাটাইয়া আমি হইনু অপরাধী।
নির্দ্দয় দারুন তুমি নির্গুন প্রধান
কর্ত্তা হর্ত্তা বিধাতা তুমি দাতা ভগবান।
রাবনের মুখে রাম শুনিয়া স্তবন
বিবেক পশিল তখন রঘুনাথের মন।
প্রানের ভয়ে রাবন করিছে স্তবন
এক সীতালাগি ইহায় বধি কি কারণ।
এতেক শ্রীরাম যদি চিন্তে মনেমন
আপন কর্ম্ম বাধি হয় ভাবিল রাবন।

ডাক দিয়া বলে রাবন শুন রঘুপতি
প্রানের ভয়েতে আমি নাহি করি স্তুতি।
অবশ্য হানিব রাম হইও সত্বর
রাম বলেন না জানি কি বলিল নিশাচর।
ডাক দিয়া রাবন রাজা বলে অহঙ্কারে
বীরদর্প করিয়া বলে রাম লক্ষ্মনেরে।
সুগ্রীব রাজা মারি আর যত বানরগন
গোত্র বধিল আমার চণ্ডাল বিভীষন।
রাবনের কথা শুনি কূপিল রঘুনাথে
থুইয়াছিল ধনুক তুলিয়া লইল হাতে।
রাম বলেন রাক্ষসের মায়া বুঝা নাহি যায়
ধনুক বান লইয়া রাবন বুঝিবারে যায়।
জানিলাম স্তবন করে বুঝিলাম মরন
এখনি পাঠাব ওহায় যমের সদন।
আরবার যুদ্ধ হইল রাম রাবনে
বানেবানে কাটাকাটি ওঠিল গগনে।
সংগ্রামেতে সর্প যেন করে জড়াজড়ি
ভেমতে দোঁহার বান করে হুড়াহুড়ি।

গান্ধর্ব অস্ত্র এড়ে রাম রাবনের গায়ে
মহাবিক্রম রাবন বুক পাতিয়া সহে।
শ্রীরামের বানে রাবন হইল কাতর
মুখে রক্ত ওঠে তখন বলে লঙ্কেশ্বর।
আজি তোরে মারিয়া রাম করিব সংহার
কতকাল মানুষের সনে রন করিব আর।
রাবনের কথা শুনিয়া রামের হইল হাস
সংশয় রাবন তবু জীতে কর আশ।
দুই রথ চালায় বিচিত্র মণ্ডল গতি
দুই জনে যুদ্ধ করে প্রানের শকতি।
অসুর ডাকিয়া বলে জিনুক রাবন
রামচন্দ্র জিনুন বলিয়া ডাকে দেবগন।
দোঁহে দোঁহার ঘোড়া বিন্ধে ঘোড়া নাই পড়ে
দোঁহে দোঁহার সারথি বিন্ধে নাহি যায় আড়ে।
দুই রথের পতাকায় হইল ঠেকাঠেকি
অগ্নিহেন বান বরিষে দুইত ধানুকি।
বানের ঠনুনি আর কটকের রোলে
সপ্ত সাগর লইয়া পৃথিবী যায় রসাতলে।

সূর্য্য কিরণ ছাড়ে নাহিক প্রকাশ
দেব দানব গন্ধর্ব্বে লাগিল তরাস ॥
পৃথিবী টলমল করে পর্ব্বত সব নড়ে
পাতালে বাসুকি কাঁপে বাযু ফিরে নড়ে ॥
দেব দানব গন্ধর্ব্ব যক্ষ বিদ্যাধির
সপ্ত পাতাল মহী কাঁপে থরথর ।
ত্রিভুবন কাঁপে শুনি বানের ধ্বনি
উথলিয়া পড়ে সাত সাগরের পানি ॥
বানেবানে ঠেকাঠেকি উঠিল আগুন
যুদ্ধ দেখিয়া কাঁপে তখন চৌদ্দ ভুবন ॥
দেবগন যুদ্ধ দেখে থাকিয়া আকাশে
প্রমাদ গনিয়া সভে পলায় তরাসে ।
ব্রহ্মাদি করিয়া সকল দেবগন
অন্তরীক্ষে থাকিয়া সভে করেন স্তবন ॥
সৃষ্টি রক্ষা কর গোসাঞি হউক প্রকার
তোমার নামের গুনে রহিয়াছে সংসার ।
জগতের গোসাঞি তুমি ভগবান ॥
রাবন মারিয়া কর দেবের পরিত্রান ।

দেবতার বোলে রাম মারিতে করিল মন
রামের দুই ভুজে কোন্দল বাজিল তখন।
রামের দক্ষিন হস্তে ভৎর্স্যে বামহাত
রনের বেলা পাছু যাও আগে খাও ভাত।
রনের পাছু যাও ভোজনের বেলা আগে
না পাই খাইতে আমি যুঝি অগ্র ভাগে।
রনের বেলা হস্ত তুমি হইলা কাতর
আমি আগে যাই তুমি পাছু যাও পাইয়া ডর।
দক্ষিন হস্ত বলে তুমি শুন বাম কর
এ তিন ভুবনে আমার কারে নাই ডর।
যারে গালি দেয় লোকে তারে বলি বাম
সহজে বাম তুমি বাম তোমার নাম।
ভোজনসময় আমি সৰ্ব্ব কৰ্ম্মে আগে
ত্রিজগতের আগে দক্ষিন বাম পাছে লাগে।
সহজে বাম তুমি বাম তোমার বানী
বাম কভু নাহি বুঝে দক্ষিনের বানী।
রনলীলায় আছেন রাম রাবনের সনে
পুত্তিবার পুমন্ত্রী করি শ্রীরামের কানে।

কর্ণ শুনে গিয়া রামের মুই পুছি বাণী
কি আজ্ঞা করহ মোরে রঘুকুলমণি।
একবারে বধিতে পারি রাবণের জীবন
লীলা করি রঘুনাথ করিছেন রণ।
প্রতিবার প্রসন্ন করি শ্রীরামের কানে
আজ্ঞা পাইলে রাবণেরে বধি এক বাণে।
দুই হস্তে কোন্দল করে রামচন্দ্র হাসে
দক্ষিণ যত বলে রামের মনে বাসে।
কীর্ত্তিবাস পণ্ডিতের সরস বচন
লঙ্কাকাণ্ডে হনুমৎ-বাদ করিল রচন।

হেনকালে শ্রীরাম সন্ধান আগে পূরে
আকর্ণ পূরিয়া বাণ মারে রাবণের শিরে।
এক মাথা কাটিয়া পড়িল ভূমিতলে
সেইক্ষণে আর মাথা তখনি নিকলে।
দুই মাথা রামচন্দ্র কাটেন বাণের তেজে
সেই দুই মাথা তার তখনি উপজে।

তিন মাতা কাটিল রাম কমললোচন
সেই তিন মাতা তার উঠিল ততক্ষন।
চারি মাতা কাটেন রাম বিষ্ণু অবতার
সেই চারি মাতা তার উঠিল আরবার।
পাঁচ মাতা কটিল রঘুনাথ ততক্ষন
আর পাঁচ মাতা উঠে যুঝেত রাবন।
ছয় মাতা কাটেন রাম বল নাহি টুটে
ব্রহ্মার বরে ছয় মাতা ততক্ষনে উঠে।
সাত মাতা কাটেন রাম বান সপ্তসার
সেই সাত মাতা উঠিলত আরবার।
অষ্ট মাতা রঘুনাথ কাটিয়া পাড়ে কোপে
আর অষ্ট মাতা উঠিল এক চাপে।
নয় মাতা কাটিল রাম রঘুর নন্দন
আর নয় মাতা উঠে যুঝেত রাবন।
একবারে রঘুনাথ দশ মাতা কাটে
ব্রহ্মার বরে রাবনের দশ মাতা উঠে।
যত মাতা কাটেন রাম তত মাতা দেখি
কাটা না যায় রাবন শ্রীরাম অসুখী।

বাণ ফেলিছেন রাম হাতের তড়বড়ি
ভাদ্র মাসের তাল যেন যায় গড়াগড়ি।
এক শত একাশিবার কাটেন রাবনের মাতা
তবু রাবন রাজা বুঝে তিলেক নাহি ব্যথা।
দুই অর্দ্ধচন্দ্র রাম পূরিল সন্ধান
দুই দিগে কাটিল পুত্র হাত কুড়িখান।
কুড়ি হাত পড়ে যেন সুমেরুর চূড়া
আরবার কুড়ি হাত ওঠি লাগে যোড়া।
আর বাণ এড়েন রাম পূরিয়া সন্ধান
মাতা কাটিয়া রাম করিল দুইখান।
অর্দ্ধেক শরীর পড়ে যেন পর্ব্বতের গোড়া
ব্রহ্মার বরে আরবার ওঠি লাগে যোড়া।
দিনে অপকাশ নাহি রাত্রের শয়ন
সাত দিন সাত রাত্রি দুই জনে রণ।
মাতুলি বলে রঘুনাথ পাসর আপনা
আপনা না জান গোঁসাঞি তুমি কোন জনা।
রাবন মারিতে গোঁসাঞি তুমি নারায়ন
দেবগন রক্ষা কর মারিয়া রাবন।

বানে স্ফূর্ত্তি কর ব্রহ্ম অস্ত্রে দেহ মন
বিনা ব্রহ্ম অস্ত্রে উহার নাহিক মরণ।
মাতা কাটিলে না মরে কেন মাতা কাটি
ব্রহ্ম অস্ত্র মার যে কামড়াইয়া পড়ুক মাটি।
ব্রহ্ম অস্ত্র যোড়েন রাম মাতুলির বোলে
ধুম নিকলিয়া বানের মুখে অগ্নি জ্বলে।
চিত্রবিচিত্র বান কনকরচিত
তুনে হইতে বান রাম কাড়িল ত্বরিত।
নানা পাক্ষির পাক্ষ আর বিজুলির রেখে
ওনপঞ্চাশ বায়ু বৈসে বানের মুখে।
সংসারের তেজ আনি নির্ম্মাইল বান
ব্রহ্মা সৃজিয়াছে রাবনের লইতে প্রান।
সারথি মাতুলির বোলে রাম এড়েন বান
আপনি মৃত্যু আসিয়া হইল অধিষ্ঠান।
চন্দ্র সূর্য্য বায়ু বরুন যত তেজ ধরে
আপনি পশুপতি বৈসেন বানের শরীরে।

নব গ্রহ আদি করি যোগ আর করন
বানের শরীরে বৈশে দেবতা পবন।
ত্রিভুবনের পাক্ষ দিয়া বানের গোড়া সাজি
বানের মন্ত্র পড়ি ব্রহ্ম অস্ত্র পুজি।
অগ্নি জ্বলিয়া ধুমে হইল অন্ধকার
যম মৃত্যু আপনি করিল আগুসার।
ব্রহ্ম অস্ত্রের পাক্ষে বৈশেন পার্ব্বতী
নক্ষত্রগন বানে বশিল শীঘ্রগতি।
ব্রহ্ম অস্ত্র দেখিয়া দেবতা করে ভয়
হেন অস্ত্র তুলিয়া লইল রঘুর তনয়।
মন্ত্র পড়িয়া রামচন্দ্র পুরিল সন্ধান
বান দেখিয়া রাবন রাজার উড়িল পরান।
ত্রিভুবন চমকিত বানের আস্ফালে
অগ্নি রাশি২ হইয়া বানের মুখে জ্বলে।
ব্রহ্ম অস্ত্র এড়েন রাম মন্ত্রের বলে
রাবনের বুক বিন্ধিয়া সাম্ভাইল পাতালে।
পাতালে সাম্ভাইল বান সিংহের গর্জ্জনে
লেওটিয়া বান আইল রঘুনাথের তুনে।

ভোগবতী গঙ্গা আছেন পাতাল ভিতরে
গঙ্গাস্নান করিয়া বান নেওটিল সত্বরে।
রাজহংস-মূর্ত্তি ধরে আসিবার কালে
নাচিতে২ আইল রঘুনাথের কোলে।
আপন মূর্ত্তি ধরিয়া তূনের ভিতর ঢুকে
রামের বিক্রম দেখি দেবতা হাত দিল নাকে

জয়২ জগতে সুরপুরেতে
জয় করে রঘুনাথে
দেবের রথে ধনুক হাতে
বধ করে দশমাথে।
কানে অঙ্গুর গায়ে সম্বের
নীল কণ্ঠের ধার
শ্যাম কলেবর অতি মনোহর
যেন প্রবালের হার।
কপালে ভূপান রিপুবর জাল
রকত রেখা তড়েলা